রাঁচি, রবিবার
24:09:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>336 >>06 Ashwin 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩৩৬ >> << ০৬ই, আশ্বিণ ১৪৩০>>

শিয়া দরগায় হামলার দায়ে তাজিক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে ইরান

তেহরান : আগস্টে একটি শিয়া মুসলিম দরগায় প্রাণঘাতী বন্দুক হামলা চালানোর জন্য দোষী সাব্যস্ত একজন তাজিক ব্যক্তিকে ইরানের একটি আদালত মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। দেশটির বিচার বিভাগ বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছে। ইরানের দক্ষিণাঞ্চলের ফারস প্রদেশের রাজধানী সিরাজে অবস্থিত শাহ চেরাঘ-এর মাজারে এক বছরের কম সময় আগে, একই ধরণের নির্বিচার গোলাগুলির ঘটনার পর, এখানে আবার আগস্টে এই হামলা চালানো হয়।পরে ইসলামিক স্টেট হামলার দায় স্বীকার করে। ১৩ আগস্টের হামলার পর, নয় সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের সকলেই বিদেশী। ঐ হামলায় দুজন নিহত হয় আহত হয় আরো সাতজন। বিচার বিভাগের অনলাইন ওয়েবসাইট মিজান জানিয়েছে, দোষী সাব্যস্ত হামলাকারী তাজিকিস্তানের রহমাতুল্লাহ নওরোজফ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাকে একজন আইএস সদস্য হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের দুটি রায় দেয়া হয়েছে।

বাজার দর

SENSEX : 66009.15 -221.09
NIFTY : 19674.25 -68.10

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °c	23.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .43 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .37 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে ভোর হয়েছে, চেষ্টা চলছে ভারতের চন্দ্রযান-৩-এর বিক্রম-প্রজ্ঞানকে জাগানোর

নয়া দিল্লি : ভোর হয়েছে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে। সূর্যের আলো পড়েছে ভারতের চন্দ্রযান-৩-এর ল্যান্ডার বিক্রম ও রোভার প্রজ্ঞান-এর গায়ে। রোদ পড়ে তাপমাত্রা বেড়েছে শিবশক্তি পয়েন্টের কাছে। হাড়হিম ঠান্ডা ধীরে ধীরে কমছে। এবার চন্দ্রযান-৩-এর বিক্রম-প্রজ্ঞানকে জাগানোর পালা। পৃথিবীর গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে অ্যালার্ম বাজাচ্ছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। কিন্তু ঘুম ভাঙার কোনও লক্ষণই নেই ল্যান্ডার-রোভারের। ইসরো জানিয়েছে, কিছু কারণের জন্য বিক্রম-প্রজ্ঞানকে জাগানোর প্রক্রিয়া আরও একটু দেরিতে হবে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর শনিবারের মধ্যেই ঘুম ভাঙবে দুজনের। মোটামুটি ১৬ দিন আগে চন্দ্রযান-৩-এর বিক্রম-প্রজ্ঞানকে 'স্লিপ মোডে' পাঠিয়েছিল ইসরো। সেই সময় সূর্য ডুবতে শুরু করেছিল চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে। পৃথিবীর হিসেবে ১৪ দিন তথা এক চান্দ্রদিন হিসেবে কাজ করেছে চন্দ্রযান-৩। ২ সেপ্টেম্বর রোভার প্রজ্ঞানকে স্লিপ মোডে পাঠানো হয়। ৪ সেপ্টেম্বর স্লিপ মোডে পাঠানো হয় ল্যান্ডার বিক্রমকে। ২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার তাদের ফের জাগানোর চেষ্টা হয়েছে। স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারের ডিরেক্টর নীলেশ দেশাই জানিয়েছেন, ২৩ তারিখ ল্যান্ডার ও রোভারকে স্লিপ মোড থেকে বের করে আনার চেষ্টা করা হবে। যান্ত্রিক কিছু কারণের জন্য শুক্রবার ২২ সেপ্টেম্বর সেই প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়েছে। ল্যান্ডার বিক্রমকে 'স্লিপ মোডে' পাঠানোর আগে তার রিসিভারটিকে চালু রেখেছিল ইসরো। চাঁদে রাত কাটলে আবার যাতে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। তবে ল্যান্ডার-রোভারের ঘুম ভাঙলেও তারা আগের মতো সক্রিয় হয়ে উঠবে কিনা তা এখনও জানা যায়নি। ইসরোর বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিক্রম-প্রজ্ঞানের মৃত্যু হবে না। সূর্যালোকে ফের তাদের স্লিপ মোড থেকে অ্যাকটিভ করা যাবে। এখানেই ইসরোর বড় সাফল্য। এমনভাবেই বিক্রম আর প্রজ্ঞানের যন্ত্রপাতি তৈরি হয়েছে, এতটাই আধুনিক পদ্ধতিতে গড়েছেন বিজ্ঞানীরা যে ১৪ দিন নিষ্ক্রিয় থাকার পরেও জেগে উঠবে তারা। বিজ্ঞানীরা বলছেন, চাঁদে রাত নামলে আবহাওয়া চরম রূপ নেয়। কখনও তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ১৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নেমে যায়। এই মারাত্মক ঠান্ডায় ল্যান্ডার বিক্রম ও রোভার প্রজ্ঞানের কলকব্জা কতটা ঠিক থাকবে সে নিয়েও সংশয় আছে বিজ্ঞানীদের। বিজ্ঞানীরা বলছেন, পৃথিবীতে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় বিক্রম-প্রজ্ঞানকে। চাঁদে তারা ফের সক্রিয় হলে ভাল, না হলে সেই অবস্থাতেই থেকে যাবে। পরবর্তী চন্দ্র অভিযানের সময় এই বিক্রম-প্রজ্ঞানকে ফের কাজে লাগানো যাবে বলে আশাবাদী ইসরো।

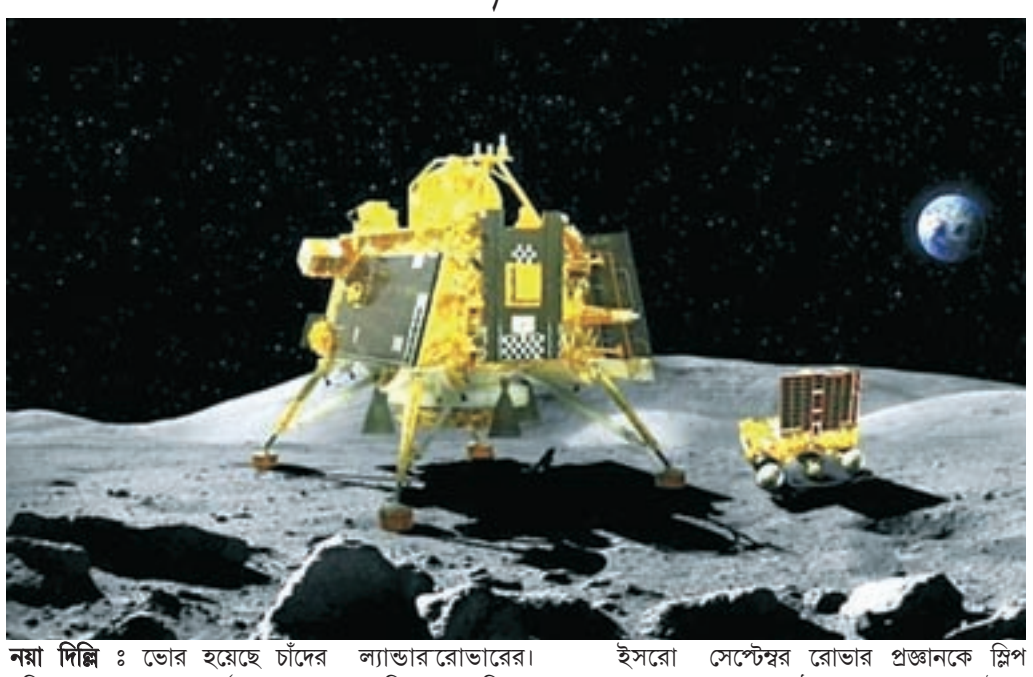

আবার উপেক্ষিত হতে পারে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ বৃদ্ধির জন্য বাইডেনের আহ্বান

নিউ ইয়র্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আবারো জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ও অস্থায়ী সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মঙ্গলবার দেয়া ভাষণে বাইডেন বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র অনেক সদস্য রাষ্ট্রের সাথে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ করেছে। আর, সংস্কার প্রচেষ্টাকে আরো এগিয়ে নিতে, অভিন্ন ভিত্তি খুঁজে বের করতে এবং আগামী বছরে এ বিষয়ে অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে আমরা আমাদের অব্যাহত ভূমিকা অব্যাহত রাখবো। যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং রাশিয়ার মধ্যকার বিবাদ-বিরোধ প্রায়শই নিরাপত্তা পরিষদে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। এই তিন দেশ এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নিরাপত্তা কাউন্সিলে স্থায়ী আসন রয়েছে। তারা যে কোনো প্রস্তাবে ভেটো প্রয়োগ করতে পারে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দ্বারা দুই বছর মেয়াদের জন্য দশ অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন করে। আর, প্রতি বছর পাঁচ সদস্যের বদল ঘটে। অস্থায়ী সদস্যদের কোনো ভেটো ক্ষমতা নেই। জুলাই মাসে ওয়াশিংটন ভিত্তিক চিন্তক গোষ্ঠী আটলান্টিক কাউন্সিল প্রকাশিত, বিশ্বজুড়ে প্রধান কৌশলবিদদের পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৬৪ শতাংশ উত্তরদাতারা মনে করেন, নিরাপত্তা পরিষদ আগামী দশ বছর নতুন কোনো স্থায়ী সদস্য যুক্ত করবে না। সমীক্ষায় দেখা গেছে, যদি নতুন কোনো দেশকে যুক্ত করা হয় তবে তা হবে, সম্ভবত ভারত, জাপান বা ব্রাজিল। চীন বহু বছর ধরে জোর দিয়ে বলছে যে, তারা প্রয়োজনীয় এবং যুক্তিসঙ্গত সংস্কার সমর্থন করে। তবে, দেশটি ব্যাপক ঐকমত্যে পৌঁছানোর বিষয়টিকে সমর্থন করে।

যুক্তরাষ্ট্র-চীন ইকোনমিক ও ফিনান্সিয়াল ওয়ার্কিং গ্রুপ চালু করলঃ যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি মন্ত্রক

বেইজিংঃ যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ শুক্রবার জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র-চীনের মধ্যে দুটি নতুন ওয়ার্কিং গ্রুপ আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হচ্ছে। এই ফোরামের লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বের দুই বৃহৎ অর্থনীতির মধ্যে অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিষয়ে নিয়মিতভাবে নীতির আদানপ্রদান। এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে, এই দুই গ্রুপ নিয়মিতভাবে বৈঠক করবে এবং ইয়েলেন ও চীনের উপপ্রধানমন্ত্রী হি লিফেং-এর কাছে রিপোর্ট পেশ করবে। ইকোনোমিক ওয়ার্কিং গ্রুপের জন্য চীনের অর্থ মন্ত্রক ও যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ একে ওপরের সমকক্ষ (হিসেবে কাজ করবে) এবং পিপলস ব্যাংক অফ চায়নার সমকক্ষ হিসেবে কাজ করবে (যুক্তরাষ্ট্রের) ফাইন্যান্সিয়াল ওয়ার্কিং গ্রুপ। জুলাই মাসে (বানিজ্যমন্ত্রী) জ্যানেট ইয়েলেনের বেইজিং সফরের পরে এই গোষ্ঠী দুটি গঠন করা হয়। বছরের পর বছর ধরে দু দেশের সম্পর্ক অবনতির পরে অর্থনৈতিক ও আর্থিক ইস্যুগুলোতে যোগাযোগ পুনরায় স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইয়েলেন, হি এবং অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করেন। ইয়েলেন ঙ্গএ (এক্স যা পূর্বে টুইটার) বলেন, 'ওয়ার্কিং গ্রুপগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও যোগাযোগের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ ও উদ্বেগের বিষয়গুলো,আমাদের দুই দেশের মধ্যে একটি সুস্থ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাকে এগিয়ে নেওয়া যাতে আমেরিকান শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের জন্য সমান সুযোগ থাকে এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহযোগিতা এগিয়ে নেয়া যায়।

তিনি আরও বলেন, আলোচনা করা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি, বিশেষ করে যখন আমরা দ্বিমত পোষণ করি।

চীনের অর্থমন্ত্রক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক উভয়ই অর্থনৈতিক ও আর্থিক ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের বিষয়টি নিশ্চিত করে বিবৃতি জারি করেছে তবে এই বিষয়গুলি যোগাযোগ এবং সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে করা হয়েছে এ কথা বলার পাশাপাশি তারা কয়েকটি বিশদ বিবরণ দিয়েছে।

উর্দ্ধতন এক ট্রেজারি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ইয়েলেন চীনা কর্মকর্তাদের কাছে পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র উন্নয়নকামী দেশেগুলোর ধ্বসে পড়া অর্থনীতির জন্য ঋণ পুনঃবিন্যাস, জলবায়ু অর্থায়ন এবং অর্থ পাচার বিরোধী প্রচেষ্টাসহ বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় চীনের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্র এই গ্রুপগুলোকে ব্যবহার করবে।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

শান্তি চুক্তি সত্ত্বেও ইথিওপিয়ার উত্তরাঞ্চলে নৃশংসতা ও যুদ্ধাপরাধ চলছে

ইথিওপিয়া (এজেন্সী) : জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে বৃহস্পতিবার দেওয়া একটি প্রতিবেদনে প্রায় এক বছর আগে স্বাক্ষরিত একটি শান্তি চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও উত্তর ইথিওপিয়ায় সংঘাতে জড়িত সবগুলো পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যাপক নৃশংসতার অভিযোগ আনা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ কমিশনের ইথিওপিয়া বিষয়ক তিন সদস্যের ২১ পৃষ্ঠার ঐ প্রতিবেদনে ২০২০ সালের ৩ নভেম্বর সরকার ও টিগ্রে লিবারেশন ফ্রন্টের মধ্যে সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে ব্যাপক নৃশংসতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কমিশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ চান্দে ওসমান প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করার সময় সতর্ক করে দিয়ে বলেন, সংঘাত অবসান ঘটাতে গত বছর স্বাক্ষরিতচুক্তিটির ব্যর্থতা হচ্ছে আশাবাদ ভঙ্গ যা কিনা একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রাণঘাতী সংঘাতের অবসানের পথকে প্রশস্ত করতে পারত। ঐ সংঘাত উত্তর ইথিওপিয়াজুড়ে সম্প্রদায়গুলোকে মরিয়া করে তুলেছে। জাতিসংঘ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের হিসাব অনুযায়ী, ২০২০ সালের নভেম্বর থেকে ২০২২ সালের আগস্ট পর্যন্ত টিগ্রেতে প্রায় ৬ লক্ষ বেসামরিক লোকজন মারা গেছে এবং ২০ লক্ষেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ওসমান বলেন, সহিংসতার অবসানে চুক্তিটি যে কেবল ব্যাপক শান্তি আনতেব্যর্থ হয়েছে তা নয়, (এখনও) নৃশংসতা চলছে এবং সংঘাত, সহিংসতা এবং অস্থিতিশীলতা এখন জাতীয় মাত্রার চূড়ান্ত পর্যায়ে। তিনি বলেন, কমিশনের তদন্তে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে ইথিওপিয়ার সরকার ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন বাহিনী এবং ইথিওপিয়ার ইরিত্রিয়ান বাহিনী উত্তরাঞ্চল জুড়ে গুরুতর লঙ্ঘন ও নৃশংস অপরাধ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে ইথিওপিয়ার সরকার কার্যকরভাবে ঐসব লঙ্ঘনগুলো প্রতিরোধ বা তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর পরিবর্তে সরকার একটি ত্রুটিপূর্ণ অন্তর্বর্তীকালীন ন্যায়বিচার পরামর্শ প্রক্রিয়া শুরু করেছে তবে যারা ঐ সংঘাতের শিকার তারা উপেক্ষিত হচ্ছে। কমিশন মানবাধিকার কাউন্সিলকে ইথিওপিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে জোরালো আন্তর্জাতিক তদন্ত অব্যাহত রাখা এবং পাবলিক রিপোর্টিং নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে।

আগ্রাসন রুশ কর্তৃপক্ষ তাকে তাদের অঞ্চলে প্রবেশের স্বীকৃতি না দিয়ে তার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে

ভিন্নমতাবলম্বী ও সুশীল সমাজের ওপর নজিরবিহীন রুশ নিপীড়ন ঃজাতিসংঘ

জেনেভা : জাতিসংঘের এক মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ বলেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের পর থেকে ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে রুশ ফেডারেশনের (রাশিয়া) দমন-পীড়ন নজিরবিহীন পর্যায়ে পৌঁছেছে।

রাশিয়ায় মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ দূত হিসেবে প্রথম প্রতিবেদনে মারিয়ানা কাটজারোভা জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলকে জানিয়েছেন যে ইউক্রেনে মস্কোর পূর্ণমাত্রার আগ্রাসনের পর মানবাধিকার পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটেছে।

তিনি বলেন, গত দুই দশক ধরে রাশিয়ায় মানবাধিকারের ওপর ক্রমবর্ধমান ও পরিকল্পিত বিধিনিষেধ সেন্সরশিপ, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রচার এবং রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত তথ্য উৎসের মাধ্যমে যে কোনো প্রকৃত বা ধরণাপ্রসূত ভিন্নমতকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা এবং যুদ্ধের প্রতি সমর্থন জোরদার করা বর্তমানে রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিণত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কাউন্সিলে এক প্রত্যক্ষ সংলাপ অনুষ্ঠানে কাটজারোভা প্রতিনিধিদের বলেছেন, রুশ কর্তৃপক্ষ তাকে তাদের অঞ্চলে প্রবেশের স্বীকৃতি না দিয়ে তার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তারা সরকারি কর্মকর্তা, মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার, সুশীল সমাজ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন লোকের সাথে সাক্ষাতেও বাধা প্রদান করেছে।

তিনি বলেন, রাশিয়ার অভ্যন্তরে এবং বাইরে প্রায় ২০০টি উৎস থেকে তথ্য পেতে আমাকে কিন্তু কেউ থামাতে পারেনি।

তিনি বলেন, ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু থেকে চলতি বছরের জুন মাসের মধ্যে ২০ হাজারেরও বেশি মানুষকে মূলত শান্তিপূর্ণ যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার জন্য আটক করা হয়েছে এবং তথাকথিত যুদ্ধবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ৬০০টিরও বেশি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কাটজারোভা আরও বলেন, রাশিয়ায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা বেড়েছে, কেবলমাত্র গত বছরই ৫০০টিরও বেশি নতুন মামলা দায়ের করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে এই বছরের প্রথম সাত মাসে কমপক্ষে ৮২টি মামলা শুরু হয়েছে।

ঘুমের ওষুধ খাইয়ে নাবালিকাকে দিয়ে মধুচক্র চালানোর অভিযোগে দুই মহিলাকে গণধোলাই দিলেন স্থানীয়রা

শিলিগুড়ি ঃ ঘুমের ওষুধ খাইয়ে নাবালিকাকে দিয়ে মধুচক্র চালানোর অভিযোগে দুই মহিলাকে গণধোলাই দিলেন স্থানীয়রা।ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা বাগডোগরা থানা এলাকায়।

এলাকার দুই মহিলা দীর্ঘদিন ধরে ঘরে বসেই মধুচক্র চালাতেন।অভিযোগ, কয়েকমাস ধরে ওই দুই মহিলা এলাকার এক স্কুল ছাত্রীকে একাধিক জায়গায় নিয়ে গিয়ে এই ব্যবসা চালাচ্ছিলেন।এদিকে নাবালিকার থেকে গোটা বিষয়টি জানতে পারেন তার মা।এরপরই দুই মহিলাকে ধরে গণধোলাই দেন স্থানীয়রা।দুই মহিলার চুল কেটে দেওয়ারও অভিযোগ ওঠে।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দুই মহিলাকে আটক করে নিয়ে যায় বাগডোগরা থানার পুলিশ।ইতিমধ্যেই মহিলাদের বিরুদ্ধে বাগডোগরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নাবালিকার মা।তিনি জানান, ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে মেয়েকে নিয়ে যেত দুই মহিলা।এরপর ঘুমের ওষুধ সহ নেশাজাতীয় দ্রব্য খাইয়ে এই ব্যবসা করাত। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

মাদক পাচার রুখতে সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি শহরের রেললাইন ও রেললাইন সংলগ্ন এলাকা সহ বিভিন্ন এলাকায় বাড়ছে মাদক পাচার ও মাদকাশক্তদের সংখ্যা। এরই প্রতিবাদে একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করলো একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। মঙ্গলবার সকালে টাউন স্টেশন, হাশমি চক সহ বিভিন্ন জায়গায় হাতে ব্যানার নিয়ে পদযাত্রা করে এই সংগঠন। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শিলিগুড়ির বিধায়ক বলেন রেললাইন সংলগ্ন বিভিন্ন জায়গাতে মাদক পাচার বেড়েই চলেছে তার মধ্যে মদত রয়েছে একাংশ পুলিশের। যার ফলে শহরে এতো অপরাধ বাড়ছে।এর বিরুদ্ধে যাতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় এবং মানুষকে সচেতন করা যায় সেই লক্ষ্যেই এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার বিশ্ব বিদ্যালয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ

আলিপুরদুয়ার ঃ উপচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হলো আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এই বিক্ষোভ আঃেদালনে সামিল হয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে দেখতে চান। তাদের দাবি রাজ্যেপাল এই বিষয়ে কোনোরকম হস্তক্ষেপ না করুন। কারণ রাজ্যে সরকারের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করেই তিনি নিজের খেয়াল খুশি মতো বাংলার শিক্ষা ব্যাবস্থা কে তিলে তিলে নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করছে, তারই প্রতিবাদে এই আন্দোলন বলে জানান ছাত্র নেতারা।

ডাবগ্রাম ২ শান্তিনগর এলাকায় প্রায় ১ কিলোমিটার কংক্রিট সড়ক নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

শিলিগুড়ি ঃ রাজ্য সরকারের পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১ কিলোমিটারের কাচা রাস্তা সিসি রাস্তা হতে চলেছিল ডাবগ্রাম ২ এর শান্তিনগর এলাকায়, তবে তাতে খুশি ছিলেন না সেই এলাকার বাসিন্দারা। তাদের দাবি ছিল সিসি রাস্তার বদলে যদি পিচের পাকা রাস্তা করা হয় তাহলে সেখানের মানুষ বেশি উপকৃত হবে এবং সেই দাবিতেই সারা দিয়ে এবার সিসি রাস্তায় পরিবর্তে পিচের পাকা রাস্তা পেতে চলেছে ডাবগ্রাম ২ এর শান্তিনগর এলাকার বাসিন্দারা। সোমবার এই রাস্তা তৈরির কাজের শিলান্যাস করেন জেলা পরিষদের সদস্য মনিষা রায় ও অঞ্চল সভাপতি ভবেশ রায়। এদিন এলাকার বাসিন্দারা জানান, কাঁচা রাস্তা হওয়ার ফলে সেই এলাকার বাসিন্দাদের অনেকটাই সমস্যায় পড়তে হতো। বিশেষ করে বর্ষার দিনে জল কাদায় ভরে থাকত রাস্তা, যার ফলে দৈনন্দিন কাজে যাওয়া মানুষ থেকে শুরু করে সেই এলাকার পড়ুয়াদেরও সমস্যা হতো। তবে এই রাস্তা তৈরি হওয়ার পর অনেকটাই উপকৃত হবে এলাকার বাসিন্দারা।

শিলিগুড়িতে মেয়ের রহস্যমৃত্যু, প্রতারণার অভিযোগে প্রেমিকের নাম

শিলিগুড়ি ঃ প্রেমে আঘাত পেয়ে আত্মঘাতী হল এক যুবতী। ঘটনা উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সংলগ্ন সুশ্রুত নগর এলাকায়। জানা যায়, মৃত ওই যুবতীর নাম স্নেহ সাহা, বয়স ১৯। জানা যায়, বেশ দীর্ঘদিন থেকে শিলিগুড়ির রথখোলা এলাকার বাসিন্দা রোহিত সাহা নামে এক যুবকের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তাদের বিয়ে করার কথা ছিল। তবে কিছুদিন আগে সেই যুবক ওই যুবতীর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তাতেই আত্মহত্যা করে ওই যুবতী। এই নিয়ে অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতার পরিবারের সদস্যরা। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ফুলবাড়ির নতুন ইনটেক ওয়েল তৈরি করার স্থান পরিদর্শন করলেন মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়িতে জলের সমস্যা মেটাতে ফুলবাড়িতে তৈরি হচ্ছে বিকল্প ইনটেক ওয়েল।সোমবার শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন ফুলবাড়ির নতুন ইনটেক ওয়েল তৈরি করার স্থান পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। মেয়র গৌতম দেব জানান, জলের সমস্যা মেটাতে নতুন একটু বিকল্প ইনটেক ওয়েল বানানো হবে। সেই জায়গা আমরা আজ পরিদর্শন করলাম। আগের ইনটেক ওয়েল পুরনো হয়ে যাওয়ায় জল সরবরাহের সমস্যা হচ্ছিল,তাই এই বিকল্প বানানো হচ্ছে। আগামী সপ্তাহে সেটি আনুষ্ঠানিকভাবে শিলান্যাস করা হবে। প্রায় ৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যায়ে এটি বানানো হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীকে অধ্যাপক বানানো এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের দাবিতে NBU তে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি ঃ মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য করার দাবি তুলে ও রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলার অভিযোগ তুলে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। এই বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখী হয়ে তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য বলেন রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলা চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য নেই। তারা বিক্ষোভে সামিল হল। এই বিক্ষোভ কর্মসূচি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু হয়েছে এবং বিভিন্ন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এ বিক্ষোভ কর্মসূচি চলবে।

যন্ত্রচালিত কৃত্রিম বাজনায় দুশ্চিন্তায় ফেলেছে মালদার ঢাকিদের, বিশ্বকর্মা পুজো দিয়ে শুরু ঢাকিদের রোজগারের প্রথম সফর

মালদা ঃ মন্দির হোক বা বনেদি বাড়ির পুজো, যন্ত্রচালিত কৃত্রিম বাজনায় দুশ্চিন্তায় ফেলেছে মালদার ঢাকিদের। আর কয়েকটা দিন পরেই শুরু হচ্ছে পুজোর মরশুম। বিশ্বকর্মা পুজো দিয়ে শুরু ঢাকিদের রোজগারের প্রথম সফর। তারপরেই রয়েছে গণেশ পুজো, দুর্গা পুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, কার্তিক পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো প্রমুখ । এই পুজোর উৎসব প্রায় দেড় মাস ধরে চলবে। কিন্তু এখন যত্রতত্র কৃত্রিম মেশিনেই কাসর ঘন্টা, ঢাকের বাজনা বেজে ওঠায় ধীরে ধীরে ঢাকিদের চাহিদা অনেকটাই কমতে শুরু করেছে বলে অভিযোগ। শরতের মরশুমে যেভাবে মালদার বিভিন্ন এলাকার ঢাকিদের মহড়া দিতে দেখা যেত। সেই আগ্রহ এখন আর অনেক ঢাকীদের মধ্যে দেখা যায় না। রোজগারের জন্য অনেকেই এই পেশা ছেড়ে ইতিমধ্যে অন্য কাজে যুক্ত হয়েছেন। পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এরকম ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বহু ঢাকিদের পরিবার । এছাড়াও ইংরেজবাজার ব্লকের বাঁশবাড়ি এলাকা থেকে শুরু করে অমৃতি, সাটটারি, নরহাট্টা সহ বিভিন্ন এলাকায় রয়েছে প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ ঢাকিদের পরিবার। কিন্তু আজকের দিনে যন্ত্রচালিত কৃত্রিম বাজনার দাপটে সেই ঢাকিদের রুজি রোজগারে চরম ভাঁটা পড়েছে। সাহাপুর গ্রামের এক ঢাঁকি অধীর সুকুল বলেন, একটা সময় ছিল যখন বিভিন্ন দোকানগুলিতে পুজোর মরশুমের আগে ঢাক সারাবার তোড়জোড় শুরু হত। এমনকি শরতের মরশুমে ভোর হতেই আমরা ঢাক বাজিয়ে মহড়া দিতে শুরু করতাম। কিন্তু এখন আর সেইসব নেই । বেশিরভাগ পুজা উদ্যোক্তারা কৃত্রিম বাজানোর দিকে ঝুঁকছে । সারা বছর এই যন্ত্রচালিত বাজনাতেই বিভিন্ন মন্দির, বনেদি বাড়ির পুজা গুলি হচ্ছে । ফলে অধিকাংশ মাসের একপ্রকার রোজগার আমাদের হারাতে হয়েছে। এবারের পুজোর মরশুমে এখনো পর্যন্ত তেমনভাবে বায়না আসে নি। জানিনা কি হবে। কারণ, অনেকেই দেখছি যন্ত্রচালিত কৃত্রিম বাজনা কিনে ঢাক, কাঁসর ঘণ্টার চাহিদা পূরণ করছে। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে এই শিল্প আর টিকে থাকবে না। আমরা রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন রাখছি যাতে ঢাকি সহ বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে তাদের ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পুরাতন মালদার অপর দুই বাদ্যকর গোপাল রবিদাস, দীপেন রবিদাসদের বক্তব্য , ঢাক বাজানোর পাশাপাশি নিজেদের দোকানে নিজেদের দোকানে সারা বছরই বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র মেরামতি করতাম। তাতে বেশ ভালো রুজি রোজগার হতো। এখন আর সেইসব নেই। ঢাকিরাও আসে না , রোজগারের পালা উঠে গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখছি যন্ত্রচালিত বাজনাতেই অনেকেই পুজোর চাহিদা মেটাচ্ছে। কিন্তু নিজেদের বাদ্যযন্ত্র বাজানোর অন্যরকমই আকর্ষণ রয়েছে। যতই কৃত্রিম বাদ্যযন্ত্র তৈরি হোক না কেন , ঢাক, কাঁসর ঘন্টার প্রকৃত আওয়াজ কোনভাবেই কেউ পূরণ করতে পারবে না। আর কিছুদিন পরেই দুর্গা পুজোর মরশুম। এখনো কোনোরকম বায়না আসে নি। জানিনা এবছর কি হবে। হয়তো এই পেশা ছেড়ে এবারে পুজোর মরশুমে রাস্তার ধারে মুখরোচক খাবার বিক্রি করতে হবে। রাজ্য সরকারের কাছে আমরা আবেদন রাখছি, যাতে আমাদের মতো বাদ্যকারদের ভাতার ব্যবস্থা করা হয়।

মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ জানিয়েছেন , মালদার মূলত গ্রামীণ এলাকায় ঢাকিদের বসবাসের সংখ্যাটা বেশি। তবে ঢাকিদের যে বক্তব্য তা সঠিক। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যন্ত্রচালিত বাদ্যযন্ত্র অনেক মন্দিরেই বাজছে। আমরা চাই প্রাচীন এই শিল্প যাতে হারিয়ে না যায়। তবে রাজ্য সরকার এই ধরনের শিল্পীদের জন্য নানান রকম সরকারি সুবিধা এনে দিয়েছে । যা দুয়ারে সরকার কর্মসূচির মাধ্যমে আবেদন করলেই সহজেই মিলছে।

রাজ্যে বিনিয়োগ আনার লক্ষ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশে উড়ে গিয়েছিলেন

কলকাতা ঃ লগ্নিকে পাখির চোখ করে মঙ্গলবার সকালে বিদেশে পাড়ি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee)। মঙ্গলবার সকাল ৯টা নাগাদ দমদম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (Dumdum Airport) পৌঁছন তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজের সফরসূচির বিস্তারিত জানান। পাশাপাশি রাজ্যবাসীর উদ্দেশে তাঁর শুভেচ্ছাবার্তা, সকলে সুস্থ থাকবেন, ভাল থাকবেন। সঙ্গে বড়সড় প্রতিনিধিদল। রয়েছেন ময়দানের তিন ফুটবল ক্লাবের কর্তা, বই প্রকাশকদের একটি দল। এদিন সকালের বিমানে মুখ্যমন্ত্রীসহ প্রতিনিধিদলটি প্রথমে যাবেন দুবাই। সেখানে প্রায় ১৮ ঘণ্টার বিরতি। তারপর দুবাই থেকে স্পেনের উদ্দেশে রওনা দেবেন। স্পেন পৌঁছবেন বুধবার। মাদ্রিদ, বার্সেলোনা শহরে যাওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। সেখানকার ফুটবল ক্লাব ও বিভিন্ন শিল্প সংস্থার সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক রয়েছে। লক্ষ্য একটাই, রাজ্যের জন্য বিদেশি লগ্নির রাস্তা আরও প্রশস্ত করা।

গুয়াহাটি রাঁচি স্পেশাল সপ্তাহিক ট্রেনের স্টেপেজের উদ্ধোধন হলো বাগডোগরা স্টেশনে

শিলিগুড়ি ঃ গুয়াহাটি রাঁচি স্পেশাল সপ্তাহিক ট্রেনের স্টেপেজের উদ্ধোধন হলো বাগডোগরা স্টেশনে।সোমবার বাগডোগরা রেলস্টেশনে গুয়াহাটি রাঁচি স্পেশাল ট্রেনের স্টপেজের উদ্বোধন করেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টা। স্টপেজ উপলক্ষে এদিন বাগডোগরা রেলওয়ে স্টেশনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন,কাটিহার ডিভিশনের ডি আর এম সুরেন্দ্র কুমার। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার জি প্রশান্ত কুমার সহ অন্যান্যরা। সাংসদ জানান এই ট্রেনের স্টেপেজ বাগডোগরাবাসীদের জন্য।পাশাপাশি আগামী দিনে চেন্নাইগামী ক্যাপিটাল এবং দীঘাগামী পাহাড়িয়া এক্সপ্রেসে স্টপেজ হবে বলে তিনি জানান। ৫০০০ কোটি টাকার মাধ্যমে দার্জিলিং জুড়ে বিভিন্ন কাজ চলছে।বিমানবন্দরের উন্নয়ন ও বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ করার পাশাপাশি তিনি জানান শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে অম্রুত কর্মসূচির মাধ্যমে জল প্রকল্প হবে।

ফুটপাত দখল মুক্ত করতে অভিযানে নামলো পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশ সরকার

উত্তর দিনাজপুর ঃ ডালখোলা পৌরসভার পূর্ণিয়া মোড় জাতীয় সড়কের ফুটপাত দখল মুক্ত করতে পুলিশকে সাথে নিয়ে অভিযানে নামলো পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশ সরকার। জানা গিয়েছে দীর্ঘদিন ধরেই ডালখোলা পৌরসভার পূর্ণিয়া মোড় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর ফুটপাত দখল করে ঠেলা লাগিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল কিছু ব্যবসায়ীরা। এতে যাতায়াত করতে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছিল সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে গাড়ি চালকদের। বিষয়টি পৌর প্রশাসনের নজরে আসতেই সোমবার দুপুরে দখল মুক্ত করতে অভিযানে নামে ডালখোলা পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশ সরকার।এদিন পুলিশ প্রশাসনকে সাথে নিয়ে তিনি এই দখল মুক্ত অভিযানে নামেন। এবং আগামীদিনে যদি আবার এই এলাকায় জাতীয় সড়ক দখল করে কোনো ব্যাবসায়ী দোকান পাট বসায় তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সাফ জানিয়ে দিলেন চেয়ারম্যান।

দীর্ঘ পাঁচ মাসেও শেষ হলো না এলাকার ব্যস্ততম রাস্তা সংস্কারের কাজ

মালদা ঃ দীর্ঘ পাঁচ মাসেও শেষ হলো না এলাকার ব্যস্ততম রাস্তা সংস্কারের কাজ।তাই দ্রুত কাজ শেষ করার দাবিতে পথে নেমে এবার বিক্ষোভ ব্যবসায়ী সমিতির।বিক্ষোভে সামিল স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রীর ভাই। সোমবার সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায় ব্যবসায়ী সমিতির এই বিক্ষোভের জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। সৃষ্টি হয় যানজট।প্রসঙ্গত হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার রামবিধু মোড় থেকে হাসপাতালগামী মনসা মন্দির পর্যন্ত প্রায় ৪০০ মিটার রাস্তা ঢালাই এর কাজ শুরু হয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে। স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন ফিতা কেটে ঘটা করে সেই রাস্তার কাজের উদ্বোধন করে ছিলেন।মাঝে নির্বাচন চলাকালীন বন্ধ থাকে কাজ। কিন্তু নির্বাচনের পরে পুনরায় কাজ শুরু হতেই স্থানীয়রা রাস্তার কাজে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে।প্রশ্নের মুখে পড়ে ঠিকাদারের ভূমিকা। যদিও পরবর্তীতে পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা এসে কাজ পরিদর্শন করে গেছিলেন। কিন্তু তারপরেও হাল ফেরেনি কাজের।অত্যন্ত ধীর গতিতে চলছে কাজ।ফলে যানবাহন চলাচল করতে হচ্ছে ব্যাপক সমস্যা।এমনকি রাস্তার কাজের সামগ্রী ফেলা থাকছে রাস্তার উপরেই।যেখান থেকে ঘটছে দুর্ঘটনা। ব্যস্ততম এই রাস্তার কাজে ধীর গতিতে চলার ফলে কয়েক মাস ধরে এলাকার ব্যবসায়ীরাও ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। ঠিকাদারকে দ্রুত কাজ শেষ করার কথা বারবার বলা হলেও তিনি কোন কর্ণপাত করছেন না।তাই দ্রুত এবং নিয়ম মেনে সঠিক কাজ করার দাবিতে এবার বিক্ষোভ করল হরিশ্চন্দ্রপুর ব্যবসায়ী সমিতি। ব্যবসায়ী সমিতির দাবি যে ভাবেই হোক দুর্গাপূজোর আগে কাজ শেষ করতে হবে।বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক পবন কেডিয়া, সভাপতি ডাবলু রজক, সাগর দাস সহ আরো অনেকে। সাথে সামিল ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের ভাই শেখ জামিরুদ্দিন। যিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। পেশায় নিজেও একজন ব্যবসায়ী।ঠিকাদারের ভূমিকায় একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন তিনিও। এমনকি তার অভিযোগ নির্মীয়মান রাস্তার ওপর বিভিন্ন সামগ্রী পড়ে থাকায় যানজট হচ্ছিল। তিনি সেটা সরাতে বললে রাস্তার কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা লোকেরা তার উপর তেড়ে আসে।

চা বাগান শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে এবার চা সমাবেশ করতে চলেছে বিজেপি

শিলিগুড়ি ঃ চা বাগান শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে এবার চা সমাবেশ করতে চলেছে বিজেপি। দাগাপুর ময়দানে ১ অক্টোবর বিজেপির শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে ওই সমাবেশ হবে। চা বাগানের শ্রমিকদের পাট্টার দাবি, ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, কেন্দ্র সরকারের সামাজিক সুরক্ষা যোজনা লাগু করা সহ একাধিক দাবিতে ওই সমাবেশের আয়োজন করা হবে। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে ওই সমাবেশের বিষয়ে জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা।

মাটিগাড়ায় নাবালিকা স্কুল পড়ুয়া হত্যা কান্ডের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিলেন অগ্নিমিত্রা পাল

শিলিগুড়ি ঃ মাটিগাড়ায় নাবালিকা স্কুল পড়ুয়া হত্যা কান্ডের ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিলেন অগ্নিমিত্রা পাল। তার কথায়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা হলেও তার আমলে পশ্চিমবঙ্গে নারী এবং শিশুদের কোনও নিরাপত্তা নেই। পুলিশ নিরাপত্তা আর তদন্ত সবেতেই ব্যর্থ। পুলিশ বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যাডারে পরিণত হয়েছে। তাই এই পুলিশের থেকে কিছু আশা করা যায় না। আমরাও রাখছি না।এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখবো ধৃতের ফাঁসির শাস্তির দাবিতে।

বিশাল বার্মিজ পাইথন উদ্ধার মাদারিহাট

আলিপুরদুয়ার ঃ বেশ কয়েকদিন ধরেই মাদারিহাট এর মেঘনাথ সাহা নগর এলাকায় একটি বিশালাকার বার্মিজ পাইথনের দেখা মিলছিল। কিন্তু দেখা দিয়েই সেটি মিলিয়ে যাচ্ছিল নিমেষের মধ্যে। বহু চেষ্টা করেও স্থানীয়রা কিছুতেই ধরতে পারছিল না সেটিকে। মঙ্গলবার দুপুরে মাদারিহাটে মেঘনাথ সাহার নগর সংলগ্ন এলাকায় রেললাইনের ধারে ফের দেখা যায় সেই বিশালাকার পাইথনটিকে। এরপরেই খবর যায় বন দপ্তরের কাছে। স্থানীয়দের সহায়তায় বনদপ্তরের কর্মীরা সেটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। পাইথনটির দৈর্ঘ্য সাড়ে ১৫ ফুট। বার্মিজ পাইথনটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ট্রাকের ধাক্কায় আহত বাইক আরোহী

জলপাইগুড়ি ঃ ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন এক ব্যক্তি। সিমেন্ট বোঝাই একটি লরি স্থানীয় এক মোটরবাইক আরোহীকে চাপা দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মোহিতনগর সংলগ্ন চৌরঙ্গী এলাকায়।দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মানুষ। এর ফলে স্তব্ধ হয়ে যায় জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি রুটের সমস্ত যানবাহন চলাচল। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, সিমেন্ট কারখানা থেকে বের হওয়া লরির জন্য মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে এখানে। মঙ্গলবার এক মোটরবাইক আরোহীকে চাপা দেয় সিমেন্ট বোঝাই একটি লরি। ঘটনায় গুরুতর জখম বাইক চালককে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে দুর্ঘটনার পর রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মানুষ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন তারা।

ডুয়ার্সের বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাওয়া দুটি ভিন্ন রেলপথে চালকদের বুদ্ধিমত্তার কারণে ২টি হাতির প্রাণ বাঁচানো হয়েছিল

জলপাইগুড়ি ঃ একই দিনে চালকের তৎপরতায় আবারো প্রাণ বাঁচলো দুটো বুনো হাতির।আজ ভোরে ডুয়ার্স ট্রেন রুটের চালসা ও নাগরাকাটা স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে ৭০৯ নাম্বার পিলারের কাছে ঘটনাটি ঘটে সকাল ৬২২ মিনিটে।অপরদিকে এদিনই ৬.৪২ মিনিট নাগাদ শিলিগুড়ি থেকে ধুবড়িগামী ৭৫৭৪১ শিলিগুড়ি - ধুবড়ি ডিএমইউ ট্রেনের দুই চালক সুভাষ কুমার দাস এবং সুদেব নাথ এর তৎপরতায় প্রাণ বাঁচে বুনো হাতির। ঘটনাটি ঘটেছে চালসা - নাগরাকাটা স্টেশনের মাঝে ৭১০-১ নাম্বার পিলারে। প্রসঙ্গত জানা গেছে ডুয়ার্স এলাকার সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্য দিয়েই চলে গিয়েছে ব্রডগেজ রেললাইন। রেল লাইনের পার্শ্ববর্তী এলাকাতে মাঝেমধ্যেই বন্যজন্তুদের আনাগোনা লেগেই থাকে। ডুয়ার্সের এই রেলপথে ট্রেনের গতিবেগও নিয়ন্ত্রণ করা রয়েছে। বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করে এই রেলপথে চালকেরা ট্রেন চালিয়ে থাকেন। লাগাতার ট্রেন চালকের তৎপরতায় হাতি রক্ষার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে খুশি পরিবেশ প্রেমীরা।

বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু কথা বললেন ভাঙ্গন দুর্গত এলাকার মানুষদের সাথে

মালদা ঃরতুয়া ১ নম্বর ব্লকের কান্ত টোলা এলাকায় মঙ্গলবার দুপুরে পরিদর্শনে গেলেন উত্তর মালদা বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু । কথা বললেন ভাঙ্গন দুর্গত এলাকার মানুষদের সাথে ।গোটা এলাকা তিনি ঘুরে দেখলেন। সাংসদকে কাছে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন ঘর ভিটেহারা মহিলারা । মালদা জেলার গঙ্গা ভাঙ্গন রতুয়ার এক নম্বর ব্লকের মহানন্দা টোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কানতো ঠোলা এলাকায় গঙ্গা ভাঙনের প্রায় একশ বেশি ঘর বাড়ি গঙ্গায় তলিয়ে গেছে । ঘর বেটেহারা ছাড়িয়ে বহু মানুষ খোলা আকাশের নিচে ত্রিপল টাঙিয়ে তারা বসবাস করছে। রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের টানা পরনের জেরে গঙ্গা ভাঙন এলাকায় কাজ হচ্ছে না। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে দোষারোপ করতেই ব্যস্ত । কিন্তু এত মানুষের যারা আজকে ঘর ভারি তাদের গঙ্গায় তলিয়ে গেল। তারা আজকে এই খোলা আকাশের মধ্যে দিন যাপন করছেড তাদের সমাধান হয়নি। এলাকার মানুষের উত্তর মালদা সাংসদ এর কাছে দাবি জানিয়েছেন তাদের স্থায়ী ঠিকানা পুনর্বাসন করে দেওয়ার জন্য। উত্তর মালদা বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু জানান রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই গঙ্গা ভাঙ্গনের কাজের বিষয়ে কোনো রকম আবেদন জানাচ্ছে না এমনকি চিঠিও পড়ে তাদেরকে জানাচ্ছে না আমি নিজে সাংসদে চলাকালীন বহুবার এই বিষয়ে তুলে ধরেছে কিন্তু তাদের দলের অর্থাৎ তৃণমূলের সাংসদরা তারা কোনদিনও এই বিষয় তে তুলে ধরে নি আজকে তারা বড় বড় কথা বলছে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ভারতে জাতি জনগণনা এবং ওবিসি মহিলাদের সংরক্ষণ নিয়ে সরব রাহুল গান্ধী

নয়া দিল্লি ঃ ভারতে পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোট ও আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন আসন্ন। তার আগে জাতি গণনার দাবি নিয়ে মোদী সরকারের উপর আরও চাপ তৈরির কৌশল নিল কংগ্রেস।

বৃহস্পতিবার ২১ সেপ্টেম্বর সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হয়েছে। তার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই শুক্রবার ২২ সেপ্টেম্বর ভারতীয় সময় সকালে সাংবাদিক বৈঠক করে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বলেন, মোদী সরকার মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে। এই মহিলা সংরক্ষণ আইন আগামী দশ বছরেও বাস্তবায়িত হবে না। এই বিলের ফলে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি তথা ওবিসি মহিলাদের কোনও উপকার হবে না। সুতরাং এক, মহিলা সংরক্ষণের মধ্যেই ওবিসি মহিলাদের সংরক্ষণ দেওয়া হোক এবং দুই, এই আইন এখনই বাস্তবায়িত হোক।

রাহুল এদিন বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজে ওবিসি। বিজেপি ওবিসিদের ক্ষমতায়ণের উপর অতীতেও বড় বড় কথা বলেছে। কিন্তু বাস্তব হল, ওবিসিদের আর্থ সামাজিক উন্নতি ও ক্ষমতায়ণের উদ্দেশে সরকার কিছু করেনি। রাহুলের বক্তব্য, ওবিসিদের আর্থ সামাজিক উন্নতি করতে গেলে আগে খুঁজে বের করতে হবে যে দেশে তাদের প্রকৃত জনসংখ্যা কত? সেই জন্য জাতিগত জনগণনার প্রয়োজন। তাই আমাদের দাবি, এর আগে যে জনগণনা হয়েছিল, তার ভিত্তিতে ওবিসিদের সংখ্যা কত ছিল তা প্রকাশ করা হোক। এবং নতুন করে জাতিগত জনগণনা শুরু হোক। তাৎপর্যপূর্ণ হল, সামাজিক কারিগরীর মাধ্যমে উত্তর প্রদেশ সহ হিন্দি বলয়ে ওবিসি ভোট ব্যাঙ্কে বিজেপি ক্রমশই আধিপত্য বিস্তার করেছে। তার ফল তৎক্ষনাৎ পেয়েছে বিজেপি। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছেন, লোকসভা ভোট এবং রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ, ছত্তীসগড়ে বিধানসভা ভোটের আগে সেই মিথটাই ভেঙে দিতে চাইছেন রাহুল। ওবিসিদের একভাবে কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছেন তিনি। রাহুল এর আগে এই প্রসঙ্গে বলেন, কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকারে ৯০ জন সচিব রয়েছেন। তাদের মধ্যে মাত্র ৩ জন হলেন ওবিসি। অর্থাৎ সরকার চালানোয় ওবিসিদের অংশীদারিত্ব মাত্র ৫ শতাংশ। সরকারের মোট বাজেটের মাত্র আড়াই শতাংশ বাস্তবায়ণের অধিকার শুধু ওবিসিদের রয়েছে। সরকার কি সত্যিই মনে করে যে দেশে ওবিসিদের সংখ্যা মাত্র ৫ শতাংশ? এদিকে সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হওয়ার পর বিজেপিও ইতিমধ্যে রাজনৈতিক কৃতিত্ব নিতে নেমে পড়েছে। শুক্রবার সকালে বিজেপির মহিলা নেত্রীদের বৈঠকে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, একমাত্র স্থির ও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারই যে এই ধরনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করতে পারে, তা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে। কিন্তু রাহুল গান্ধী এদিন বলেন, দেশে জনগণনা কবে হবে স্থির নেই। সেই জনগণনা হলে তার ভিত্তিতে লোকসভার আসনের পুনর্বিন্যাস হবে। যা করতে আরও অন্তত তিন থেকে চার বছর সময় লাগবে। অর্থাৎ মোদীর কথা শুনলে, আরও দশ বছরের আগে সংসদে মহিলা সংরক্ষণ চালু হবে না। এটা স্রেফ মানুষকে বোকা বানানো। মহিলাদের প্রকৃত ক্ষমতায়ণ চাইলে এই লোক ঠকানো বন্ধ হোক।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু এবং দায় এড়ানোর চেষ্টা

ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার রাতে বৃষ্টিতে ডুবে যাওয়া রাজধানীর রাস্তায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একই পরিবারের তিনজনসহ চারজনের মৃত্যু হয়। মিরপুরে কমার্স কলেজ সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

যারা মারা গেছেন তারা হলেন মিজানুর রহমান (৩০), তার স্ত্রী মুক্তা বেগম (২৫), তাদের মেয়ে লিমা (৭) এবং অটো রিকশা চালক মোহাম্মদ অনিক (২০)। অনিক মিজানুরের পরিবারকে বাঁচাতে গিয়ে মারা যান। মিজানুরের ছয় মাস বয়সি শিশুপুত্র হোসাইনকে আহত অবস্থায় শিশু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া আরো পাঁচছয়জন আহত হয়েছেন বলে স্থানীরা জানান। তারা সবাই মিরপুর কমার্স কলেজের পিছনে ঝিলপাড় বস্তির বাসিন্দা। মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) মো. মোহসীন বলেন, বস্তি সংলগ্ন সড়ক বৃষ্টির পানিতে ডুবে যায়। ওই পানিতে বিদ্যুতের তার ছিড়ে পড়ে পানি বিদ্যুতায়িত হয়। তাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ওই চারজন মারা যান। তবে বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি ডেসকোর পরিচালক মো. কাওসার আমির আলীর দাবি, তারা প্রাথমিক তদন্তে নিশ্চিত হয়েছেন, মূল বিদ্যুৎ লাইন ছিঁড়ে পড়েনি বা সেখান থেকে পানি বিদ্যুতায়িত হয়নি। তিনি মনে করেন, বস্তির কোনো লাইন থেকে এটা হতে পারে। মৃতদের প্রতিবেশী বৃষ্টি রায় বলেন, বস্তির বিদ্যুতের লাইন মাটির নীচ থেকেও আছে, আবার উপর থেকেও আছে। এখানে অনেক অবৈধ বিদ্যুৎ লাইনও আছে। তার কোনো লাইন থেকেই জল বিদ্যুতায়িত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। এখানকার লাইনগুলো অধিকাংশই অরক্ষিত। তিনি বলেন, রাত সাড়ে ৯টার দিকের ঘটনা। ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে তারা দ্রুতই আসে। আসার পর এলাকার লাইন বন্ধ করে দেয়। তা না হলে আরো লোকের মুত্যু হতে পারতো। তারপরও আরো পাঁচছয় জন আহত হয়েছেন। বৃষ্টি একটু কমে এলে ওই পরিবারটি তাদের এক আত্মীয়ের বাসায় যাওয়ার জন্য বের হয়েছিল। বৃষ্টি রায় জানান, বস্তিতে এক হাজারেরও বেশি পরিবার বসবাস করে। তাদের অধিকাংশেরই বৈধ বিদ্যুৎ লাইন নেই। তাদের একটি চক্র অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়। ফলে লাইনগুলো খুবই অরক্ষিত এবং হুক দিয়ে করা হয় যাতে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে এলে তারা দ্রুত নিজেরাই সংযোগ সরিয়ে ফেলতে পারে। ডেসকোর পরিচালক মো. কাওসার আমির আলী বলেন, ''আমরা বস্তিতে ১০ টি ঘরের জন্য একটি লাইন ও মিটার দিই। ওই ১০ টি পরিবার একসঙ্গে লাইনটি ব্যবহার করে। আমাদের দায়িত্ব সংযোগ দেয়া মিটার পর্যন্ত। ভিতরের বিষয় আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। স্থাপনার কারণেই তাদের লাইন দুর্বল থাকে। আমরা ধারণা করছি, ওই লাইন ছিঁড়ে বা লিক হয়ে পানি বিদ্যুতায়িত হয়েছে। তার কথা, আবাসস্থল সুরক্ষিত না হলে এ ধরনের ঘটনা ঘটতেই পারে। কিন্তু বস্তি ঠিক করার দায়িত্ব তো আমাদের নয়। আবার বস্তিতে বিদ্যুৎ না দিলেও আমরা সমালোচনার মুখে পড়ি। আমরা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। তদন্ত শেষে বলা যাবে কিভাবে পানি বিদ্যুতায়িত হলো। তবে আমাদের মূল লাইন থেকে যে হয়নি সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। আমরা আমাদের লাইন, ট্রান্সমিটার সব পরীক্ষা করে দেখেছি। সেখানো কোনো সমস্যা হয়নি।

বস্তিতে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা প্রায়ই অভিযান চালাই। বিচ্ছিন্ন করি। কিন্তু তারা আবার সংযোগ দেয়। এত বড় বস্তি তো ২৪ ঘণ্টা আমাদের পক্ষে দেখে রাখা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং বিভাগের অধ্যাপক ড. আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, এই ধরনের দুর্যোগের শিকার প্রধানত নিম্নবিত্ত বা গরিব মানুষই হন। কারণ, তাদের আবাস্থল পরিকল্পিত এবং নিরাপদ নয়। বস্তিতে বিদ্যুৎ বা গ্যাস লাইন যাই বলুন না কেন, সবই অপরিকল্পিত এবং অরক্ষিত। আর এর মূল্য তাদের জীবন দিয়ে দিতে হয়। তার কথা, বস্তির অবকাঠামো যদি বিদ্যুৎ সংযোগের উপযোগী না হয়, তাহলে তো তারা মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েই সেখানে বসবাস করেন, বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। আর অবৈধ সংযোগের পিছনে তো বিদ্যুতের লোক আছে। এখানে তো অনেক অর্থের লেনদেন হয়। এই মৃত্যুর দায় তাই যেমন বিদ্যুৎ বিভাগ এড়াতে পারে না, তেমনি সরকারের গৃহায়ন কতৃপক্ষ, রাজউক এবং সিটি কর্পোরেশনও এড়াতে পারে না। আর সর্বোপরি নিরাপদ আবাসনের দায়িত্ব সরকারের, বলেন এই নগর পরিকল্পনাবিদ।

লোকসভায় মুসলিম সাংসদকে অশোভন ভাষায় আক্রমণ বিজেপি সাংসদের, সমালোচনায় সোচ্চার বিরোধীরা

নয়া দিল্লি ঃ ভারতের সংসদে এখন চলছে কেন্দ্রের ডাকে বিশেষ অধিবেশন। শুক্রবার ২২ সেপ্টেম্বর সংসদের নিম্ন কক্ষ লোকসভায় বিতর্কে অংশ নিয়ে এদিন বিজেপি সাংসদ রমেশ বিদুরী, বহুজন সমাজবাদী পার্টি সাংসদ দানিশ আলির উদ্দেশে কখনও মুল্লা, কখনও আতঙ্কবাদী, কখনও উগ্রবাদী বলে মন্তব্য করতে থাকেন। সেই সঙ্গে আরও বেশ কিছু অমুদ্রণীয় বিশেষণও ব্যবহার করেন। নতুন সংসদ ভবন চালু হওয়ার পর শাসক দলের সাংসদের মুখে যে কথা লোকসভায় শোনা গেল তা পার্লামেন্টের গরিমার উপরেও আঘাত বলছেন বিরোধীরা। রমেশ বিদুরি যখন এই কথাগুলি বলছেন, তখন দেখা যায় তার পাশে ও পিছনে বসে হাসছেন বিজেপির প্রাক্তন দুই মন্ত্রী হর্ষবর্ধন ও রবিশঙ্কর প্রসাদ। এ ঘটনায় তারাও তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ এদিন বলেন, হর্ষবর্ধন ও রবিশঙ্করের ভূমিকা আরও হতাশাজনক। এর অর্থ ঘৃণার রাজনীতি ছড়ানো ওদের অ্যাজেন্ডাতেই রয়েছে। বিষয়টি স্পিকার ওম বিড়লার নজরে আনা হলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি রমেশের কুকথা লোকসভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বিজেপি সাংসদের ওই মন্তব্যের জন্য সভায় দাঁড়িয়ে ক্ষমা চান। কিন্তু বিএসপি সাংসদ দানিশের দাবি, এভাবে দায়সারা দুঃখপ্রকাশ করলে হবে না। দানিশ লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লিখে রমেশ বিদুরির সাসপেনশন দাবি করেছেন। আলি চান তার অভিযোগটি সংসদের প্রিভিলেজ কমিটিতে পাঠানো হোক।

উল্লেখ্য রাজনৈতিক মহলে রমেশ বিদুরী বরাবরই আগ্রাসী। লোকসভায় তার আচরণ নিয়ে অতীতে বারবার বিরোধীরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। অসংসদীয়, অপমানজনক এবং বিভেদ সৃষ্টিকারী মন্তব্যের জন্য তিনি এবারও ক্ষমা চাননি।

বিএসপির মুসলিম সাংসদকে উগ্রপন্থী, আতঙ্কবাদী বলে বিজেপি সাংসদ আক্রমণ করায় নিন্দায় মুখর হয়েছেন ইন্ডিয়া জোটের নেতারা।

তৃণমূল কংগ্রেসের মহুয়া মৈত্র বলেছেন, মুসলিম, ওবিসিদের অসম্মান করা বিজেপি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ওই দলের বেশিরভাগই এখন এতে দোষের কিছু দেখেন না। আবার ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রধান ফারুক আবদুল্লাহ কথায়, এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট বিজেপি মুসলিমদের কী চোখে দেখে। বিজেপির দিল্লির সাংসদ রমেশ বিদুরী বিজেপিতে আসার আগে আরএসএসের প্রচারক ছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের প্রধান মোহন ভাগবতের উদ্দেশে দানিশ আলি এদিন প্রশ্ন ছুঁড়ে বলেছেন, আরএসএসের শাখায় কি এসব শেখানো হয়? তার কথায়, যে দলের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মঞ্চে দাঁড়িয়ে গোলি মারো স্লোগান তোলেন, বুঝতে হবে ঘৃণার রাজনীতি করা তাদের পাঠ্যক্রমেই রয়েছে।

শিখ হত্যা তদন্ত ঃ সহযোগিতায় ভারতকে আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের

জেনেভা ঃ তিনি এ প্রসঙ্গে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে চান বলেও উল্লেখ করেন। এক শিখ ক্যানাডিয়ান নাগরিককে হত্যার তদন্তে ক্যানাডাকে সহযোগিতা করতে শুক্রবার ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন বিবৃতিটি এমন সময় দেয়া হয়েছে, যখন ভারত ক্যানাডা সম্পর্কে শীতলতা তৈরি হয়েছে। নয়াদিল্লি ক্যানাডিয়ানদের জন্য ভিসা পরিষেবা স্থগিত করেছে। অন্যদিকে, অটোয়া একজন ভারতীয় কূটনীতিককে বহিস্কার করেছে। ক্যানাডার অভিযোগ, ভারতীয় সরকারের এজেন্টরা এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল। নয়াদিল্লি অবশ্য এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন শুক্রবার জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দেন। নিউইয়র্কের অধিবেশনে তিনি এ তদন্তে ভারতকে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন। তার কথায়, ''আমরা জবাবদিহিতার বিষয়টি দেখতে চাই। তদন্তের গতিপথ যেন ঠিকমতো চলে আর ফলপ্রসূ হয়। আমরা আশা করব যে আমাদের ভারতীয় বন্ধুরাও সেই তদন্তে সহযোগিতা করবে।'' অভিযোগের বিশদ বিবরণ না দিয়ে, ব্লিংকেন বলেন, ''আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দমনপীড়নের ঘটনাগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন তারা।'' ব্লিংকেন বলেছেন যে ক্যানাডা সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলোচনা চলছে। ক্যানাডাও ভারতকে তদন্তে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছে। শুক্রবার ট্রুডো বলেছেন, অভিযোগগুলো প্রকাশ্যে আসার আগে নয়াদিল্লির সঙ্গে তারা উদ্বেগের জায়গাগুলো ভাগ করে নিয়েছে।

ট্রুডো সাংবাদিকদের বলেন, সোমবার ভারতের বিরুদ্ধে যে বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগের কথা বলেছিলামচ, ক্যানাডা তা জানিয়েছে। আমরা অনেক সপ্তাহ আগে ভারতের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেছি। ক্যানাডিয়ান নাগরিক হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যার বিষয়টি এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে। সোমবার ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো অভিযোগ করেন, নিজ্জার হত্যায় ভারত সরকারের ভূমিকা রয়েছে। হরদীপ সিং নিজ্জার ভারতে খালিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন বলে অভিযোগ করেছে ভারত। ২০২০ সালে তাকে ভারতবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগে 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দেয় ভারত। নরেন্দ্র মোদী সরকার তাকে নিজেদের অধীনে চেয়েছিল। নিজ্জার বিচ্ছিন্নতাবাদী খালিস্তান আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। এই আন্দোলনের মূল দাবি, শিখদের জন্য স্বাধীন আবাসভূমি তৈরি করতে হবে। সোমবার ক্যানাডার সকল অভিযোগ খারিজ করে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ক্যানাডার এক কূটনীতিককে দেশে ফেরত পাঠানোর ঘোষণা দেয় ভারত। গত কয়েক বছর ধরে ভারত ক্যানাডা কূটনৈতিক সম্পর্ক কিছুটা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। বর্তমান ঘটনাবলী সেই পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলছে।

খেলোয়াড়দের তারকা বানাচ্ছে ক্রিকেট, 'মানুষ' বানাবে কে?

ঢাকা ঃ একটা ম্যাচ খেলেই তানজিম বুঝে গেছেন জাতীয় একজন খেলোয়াড়ের 'দায়িত্বহীন' আচরণ, কথাবার্তা কতটা বিপজ্জনক, বিব্রতকর হতে পারে। নিজের করা দ্বিতীয় বলেই এমন এক ক্রিকেটারকে আউট করেছেন তানজিম হাসান সাকিব যার একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ডবল সেঞ্চুরি আছে তিনটি। এরপর শেষ ওভারে বোলিংয়ে এসে টানা স্লোয়ারে বিপর্যস্ত করেছেন ভারতীয় টেল এন্ডারদের। এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে ছয় রানের জয়ে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখায় প্রচুর প্রশংসাও পেয়েছেন। এসব দেখে তার কাছে মনে হতে পারে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটটা বুঝি সহজই। খেলা শেষ হওয়ার একদিন পর মাঠের বাইরে বসেই কেবল তিনি টের পেয়েছেন এটা আসলে কত কঠিন। অভিষেকেই ভালো খেলার সুবাদে তানজিম তার নিজের সম্পর্কে অনেককেই কৌতুহলি করে তুলেছেন। এই কৌতুহল মেটাতে গিয়ে স্বভাবতই দর্শক সমর্থকরা তার ফেসবুক পেজে ঢুঁ মেরেছেন। আর তা করতে গিয়েই অনেকে চমকে গেছেন। তানজিমের পুরো ফেসবুক পেজই ধর্মীয় সব পোস্টে ভরা। তাতে কোনো সমস্যা ছিল না। ধর্ম নিয়ে একজনের আবেগ থাকতেই পারে। এই আবেগ প্রকাশে বাড়াবাড়ি করাটাই যা সমস্যা। তানজিমের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কেবল সামান্য বাড়াবাড়ি নয়, কিছু কিছু পোস্ট পাওয়া গেছে রীতিমতো আপত্তিকর। নারীদের ঘরের বাইরে কাজ করা, ভার্সিটির 'ফ্রি মিক্সিং' মেয়েদের বিয়ে করা নিয়ে তানজিম ফেসবুকে যে মন্তব্য করেছেন, সেটা অনেকের কাছে মনে হয়েছে অশালীন। স্বাভাবিক কারণেই তার এসব মন্তব্যে দেশে বিদেশে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। আপাতত ক্ষমা চেয়ে পার পেয়েছেন তানজিম। বিসিবি তাকে সতর্ক করেছে, কাউন্সেলিংসহ অন্যান্য সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছে। মাত্র একটা ম্যাচ খেলেই তানজিম বুঝে গেছেন জাতীয় একজন খেলোয়াড়ের 'দায়িত্বহীন' আচরণ, কথাবার্তা কতটা বিপজ্জনক, বিব্রতকর হতে পারে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, তানজিম তো শুধু একা নন। নানা ধরনের দায়িত্বহীন আচরণ তার 'বড় ভাইয়েরা' অনেকদিন ধরেই করে চলেছেন। তানজিমের ক্ষমার কথা প্রকাশের এক ঘণ্টাও পার হয়নি, আইসিসির কাছ থেকে সবাই জেনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে টি১০ ক্রিকেট খেলতে গিয়ে বেটিংয়ে জড়িছেন নাসির হোসেন। বেটিং, ডোপিংয়ে বাংলাদেশের আরো অনেকেই জড়িয়েছেন অতীতে। যদিও এটা কেবল বাংলাদেশের সমস্যা নয়, অন্য দেশের খেলোয়াড়রাও এতে জড়িয়েছেন, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা অন্য দেশকে ছাড়িয়ে গেছেন বহু আগেই। বাংলাদেশই বোধ করি একমাত্র টেস্ট খেলুড়ে দেশ যার তিন তিনজন ক্রিকেটার পর পর তিন বছর জেলে গেছে। জেলের খড়গ ঝুলছে আরো কয়েকজনের মাথায়। কিন্তু এসবে যেন কারো কোনো বিকার নেই। রুবেল হোসেনকে দিয়ে শুরু। দেশের স্বার্থের কথা বলে তাকে জেল থেকে ছাড়ানো হয়েছে। রুবেল সেই 'স্বার্থ' রক্ষাও করেছেন ২০১৫ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিয়ে। পরদিনই অভিযোগকারী তার অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়ে ধর্ষণের মতো সিরিয়াস একট অভিযোগকেও রীতিমতো 'খেলো' বানিয়ে দিয়েছেন।

'দেশের রাজনীতিতে পশ্চিমা দেশগুলি এক একটি আঙ্গিকে জড়াচ্ছে'

ঢাকা ঃ যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, সবপক্ষের নজর বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনের দিকে। কিন্তু অ্যামেরিকার বিশেষ আগ্রহ কেন, তা নিয়েই এমন মন্তব্য করলেন বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম।

সাপ্তাহিক ইউটিউব টকশো খালেদ মুহিউদ্দীন জানতে চায়`তে এবারের পর্বে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এবং বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম। এই পর্বে আলোচ্য বিষয় ছিল জাতীয় নির্বাচনে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপ।

প্রশ্ন ওঠে, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু করতে কতটা ইইউ মার্কিন চাপের মুখোমুখি দেশের রাজনীতিকরা? আলোচনা হয় বাংলাদেশের রাজনীতি বিষয়ে কতটা ও কেন আগ্রহী পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলি, এই প্রশ্নে।

সঞ্চালক খালেদ মুহিউদ্দীন উল্লেখ করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের মুখপাত্র ব্রায়ান শিলারের বক্তব্যের কথা। সেখানে বলা হয় যে তথ্যপ্রমাণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পরেই বাংলাদেশের কিছু রাজনীতিক, প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কিছু বিরোধী দলীয় রাজনীতিকদের ওপরে ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে রাশেদ খান মেনন ও মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম দুজনেই একমত পোষণ করে বলেন যে এমনটা যে করা হবে, তা তারা আগে থেকেই জানতেন। কিন্তু মেননের মতে, এই সিদ্ধান্ত তেমন তাৎপর্যপূর্ণ নয়। তার মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহু দিন ধরেই বাংলাদেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। তারা চায়, বাংলাদেশ তাদের নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করুক।

অনুষ্ঠানের এ অংশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলির বাংলাদেশের রাজনীতি ও গণতন্ত্র চর্চা বিষয়ে আগ্রহের কারণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। জবাবে ইবরাহিম বলেন, ''এই নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা আমার জন্য অপ্রত্যাশিত নয়, চমকে দেওয়াও নয়। বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসাবে বলব যে, বাংলাদেশে বিদেশি রাষ্ট্রগুলিরা যেভাবে জড়াচ্ছে, প্রত্যেকটা দেশ এক একটা আঙ্গিকে তা করছে। সার্বিকভাবে এটা খুব একটা আশা জাগানো অবস্থা না হলেও, একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে বলব, এত হয়তো অবস্থার উন্নতিতে সাহায্য হতে পারে।''

মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে প্রতিটি দেশেরই, বিশেষ করে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির নিজস্ব কিছু ভূরাজনৈতিক স্বার্থ থাকে। যেমনটা রয়েছে অ্যামেরিকার দক্ষিণ এশিয়াতে ও বঙ্গোপসাগরে। এই ভূরাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার্থে যেভাবে ভারত ও চীন লড়ছে, সেভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাইছে ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চলে তার প্রভাব বিস্তার করতে। এখন অ্যামেরিকা যদি বলে যে বাংলাদেশে এমন একটি সরকার আসুক যারা আমাদের সহযোগিতা করবে, দৃষ্টিভঙ্গীর মিল থাকবে, তাতে আমি দোষ দেখি না। বাংলাদেশ এই মুহূর্তে সঠিক পথে নাই, এটা সবাই বুঝবে, কিছু না কিছু জায়গায় আমরা বিপথে আছি। যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক বিশ্বকে প্রতিনিধিত্ব করে, তো তারা চাইবেই যে এখানে জনগণকে নিয়ে একটা সরকার গঠিত হোক।'' এবারের পর্বে এছাড়াও আলোচিত হয় বিএনপিসহ বারো দলীয় জোটের রাজনৈতিক পরিকল্পনা, আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় থাকা বা না থাকার নানা সম্ভাব্য দিক ও প্রশাসনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মতো আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সম্পাদকীয়

এক দশক পর রেল দুর্ঘটনার সব ঘটনাতেই ১০ গুণ ক্ষতিপূরণ বাড়াল ভারতীয় রেল

১০ বছরের ব্যবধানে রেল দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিপূরণের অঙ্ক ১০ গুণ বাড়াল ভারতের রেলওয়ে বোর্ড। যেকোনও ধরনের রেল দুর্ঘটনা, অল্প চোট থেকে প্রাণহানি সবক্ষেত্রেই ক্ষতিপূরণের অঙ্ক ১০ গুণ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ড। রেলের এই সিদ্ধান্ত সামনে আসার পরই বিষয়টি নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, আগামী বছর লোকসভা ভোট। মোদী সরকারকে হঠাতে বিরোধীরা গড়ে তুলেছে ইন্ডিয়া জোট। এমন আবহে জনমত নিজেদের অনুকুলে রাখতে রেলের

ক্ষতিপূরণ এক ধাক্কায় ১০ গুণ বৃদ্ধি করে বিরোধীদের উপর স্নায়ুর চাপ তৈরির কৌশল নিল টিম মোদী। যদিও রেলের কর্তাদের একাংশের কথায়, অতীতে ক্ষতিপূরণের অঙ্ক অনেকটাই কম ছিল। তা নিয়ে বিভিন্ন সময় যাত্রীমহল থেকে অনুযোগও করা হত। তাই বর্তমান সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সবদিক বিবেচনা করে ক্ষতিপূরণের অঙ্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভারতীয় রেল সূত্রের খবর, ক্ষতিপূরণের অঙ্ক শেষ বেড়েছিল ২০১২ এবং ২০১৩ সালে। অর্থাৎ দেশে তখনও বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসেনি। সেদিক থেকে নিজের ১০ বছরের জমানায় এই প্রথম রেলের ক্ষতিপূরণের অঙ্ক বৃদ্ধি করল মোদী সরকার। স্বভাবতই, রেলের এমন সিদ্ধান্তের নেপথ্যে 'ভোটের দায়' দেখছেন পর্যবেক্ষকদের একাংশ। জানা গিয়েছে, গত ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে নয়া ঘোষণা কার্যকরী করেছে ভারতীয় রেল। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, এতদিন রেল দুর্ঘটনায় কারও মৃত্যু হলে নিহতের পরিবারকে দেওয়া হত ৫০ হাজার টাকা। নয়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে পাঁচ লাখ টাকা। একইভাবে রেলের লেভেল ক্রসিংয়ে কারও মৃত্যু হলেও ক্ষতিপূরণ বাবদ মিলবে পাঁচ লাখ টাকা। গুরুতর জখমদের ক্ষতিপূরণ ২৫ হাজার থেকে দশ গুণ বেড়ে হয়েছে আড়াই লাখ টাকা। অল্প জখম হলে আগে মিলত পাঁচ হাজার টাকা। এখন থেকে মিলবে ৫০ হাজার টাকা। তবে কেউ যদি ট্রেনে আত্মঘাতী হন বা আত্মহত্যার চেষ্টা করতে গিয়ে জখম হন, এমন ক্ষেত্রে রেল অবশ্য কোনও ক্ষতিপূরণ দেয় না। কারণ, রেলের নিয়মে এগুলি অবৈধ। একভাবে ট্রেন সফরের মাঝে কারও স্বাভাবিক মৃত্যু হলেও কোনও ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে না।

ইউক্রেনে দীর্ঘদিন যুদ্ধ চালানোর জন্য কতটা প্রস্তুত পশ্চিমারা?

সম্প্রতি কার্নেগি এন্ডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসের জ্যেষ্ঠ ফেলো এবং ইউক্রেন যুদ্ধ সম্পর্কে অগ্রবর্তী বিশ্লেষক মাইকেল কফম্যান বলেছেন, পশ্চিমারা একটি 'দীর্ঘ যুদ্ধের জন্য পরিকল্পনা করেছে'। তিনি মনে করেন, ইউক্রেন এখন সামরিক (গোলাবারুদ, আকাশ প্রতিরক্ষা, ইলেকট্রিক্যাল যুদ্ধসরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ) দিক থেকে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।

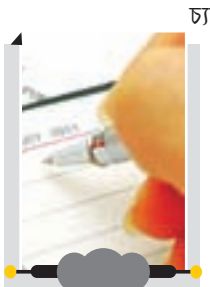

ডেভিড মিলিব্যান্ড
প্রাবন্ধিক

মাইকেল কফম্যানের এই বিশ্লেষণ সঠিক। ব্যাপক মাত্রায় সামরিক অভিযানকে সামনে রেখে বিষয়টি খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। সম্প্রতি আমি কিয়েভ সফর করেছি। আমি দেখেছি সাহসিকতা, সহনশীলতা ও অঙ্গীকার রক্ষার প্রতি ইউক্রেনের সাধারণ মানুষ কতটা অনন্য। কিন্তু এটাও সত্য যে দৃশ্যমান হোক অদৃশ্যমান হোক, সাধারণ মানুষকেই যুদ্ধের ক্ষতি বইতে হচ্ছে। যুদ্ধ যখন খুব দ্রুত শেষ হচ্ছে না, তখন শুধু সামরিক খাতে নয়, ইউক্রেনের নাগরিকদের জীবনযাপন ও মানবিক প্রয়োজনগুলো পূরণ কীভাবে করা যায়, সে পরিকল্পনা অবশ্যই করতে হবে।

কিন্তু লক্ষণ যা দেখা যাচ্ছে, সেটা মোটেই শুভকর নয়। ইউক্রেনীয়দের জন্য দেওয়া মানবিক সহায়তার প্রবাহ কমে গেছে। যুদ্ধ বন্ধ না হওয়ায় এবং জীবনযাত্রার ব্যয় অনেকটা বেড়ে যাওয়ায় বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেও ইউক্রেনের জন্য সহযোগিতা দেওয়ার স্পৃহা কমে গেছে। গত জুন মাসে লন্ডনে ইউক্রেন পুনর্গঠনে ৬০ বিলিয়ন বা ৬ হাজার কোটি টাকা সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এসেছে। অবকাঠামো পুনর্গঠনকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাহলে মানবিক অবকাঠামো পুনর্গঠনের কী হবে?

বিপদের জায়গা হলো, অস্বাভাবিকতাকেই এখন স্বাভাবিকতা বলে ভাবা হচ্ছে। ইউক্রেনের সাধারণ মানুষ পর্বতপ্রমাণ চাপের মুখে রয়েছে। তারা তাদের প্রিয় মানুষগুলোকে হারিয়েছে অথবা হারানোর ভয়ে বিহ্বল। শিশুরা তাদের স্কুলে যেতে পারছে না। মধ্যরাতে বিমান হামলার সতর্কীকরণ বার্তায় ঘুম ভেঙে যাচ্ছে।

অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষের স্রোত বিপুল পরিমাণে বেড়েই চলেছে। কাখোভা বাঁধ ধ্বংসের কারণে বানের পানিতে ভেসে

অবিস্ফোরিত স্থলমাইন লোকালয়ে চলে এসেছে। ১৯ মাসের যুদ্ধে সাধারণ মানুষের হতাহতের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এখন ২৭ হাজারে পৌঁছেছে।

২০২২ সালে ইউক্রেনে মানবিক সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মহল যে সাড়া দেয়, সেটা একটা ভালো দৃষ্টান্ত। জাতিসংঘ যে আবেদন জানিয়েছিল, তার ৮০ শতাংশের বেশি পাওয়া গিয়েছিল। ইয়েমেন ও সিরিয়ার মতো অন্যান্য সংঘাতকবলিত দেশ মাত্র একচতুর্থাংশ সহায়তা পেয়েছিল। কিন্তু এ বছর ইউক্রেন পেয়েছে মাত্র ৫০ শতাংশের কিছুটা বেশি সহায়তা।

শুধু সাহস আর সহনশীলতা দিয়ে এই শূন্যতা পূরণ করা সম্ভব নয়। এখন ইউক্রেনের ১ কোটি ৮০ লাখ মানুষের মানবিক সহায়তা প্রয়োজন বিশেষ করে যেসব এলাকা যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি অবস্থিত অথবা যেসব এলাকা অস্থায়ীভাবে রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। প্রায় ৬০ লাখ মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটির ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের (পুরো দেশের জন্যই সত্যি) অভিজ্ঞতা বলছে, ভুক্তভোগীরা তীব্র মানসিক ট্রমার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া বয়স্ক ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের যারা পালিয়ে যেতে পারেননি, তাঁদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে বড় ধরনের সহায়তা প্রয়োজন।

এরই মধ্যে শীত মৌসুমে করণীয় কী, সেটা নতুন অগ্রাধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত বছর ইউক্রেনীয়দের হিমশীতল তাপমাত্রার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এর মধ্যেই রাশিয়ান বাহিনী ইউক্রেনের পানি এবং গ্যাস বিদ্যুৎ জ্বালানি অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইউক্রেনীয়দের অত্যাবশ্যকীয় সেবা থেকে বঞ্চিত করে তাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে দেওয়া। এই সামরিক কৌশল যুদ্ধ আইনের পুরোপুরি পরিপন্থী।

সাধারণ মানুষ বাস করে এ রকম একটি যুদ্ধক্ষেত্রে দীর্ঘ যুদ্ধের পরিকল্পনা করলে সেখানকার মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষ করে সবচেয়ে নাজুক জনগোষ্ঠী শিশু ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে সেটা সবচেয়ে জরুরি।

এর মানে হলো, একটি কার্যকর মানবিক কার্যক্রম প্রয়োজন। বাজার অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখতে গেলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য নগদ সহায়তা প্রয়োজন। এর সঙ্গে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসেবা সহজলভ্য করতে হবে। ইউক্রেনের এই সংকটকালে এ ধরনের উল্লেখযোগ্য কিছু কাজও হচ্ছে। ইউক্রেনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি এনজিওগুলোও অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইউক্রেনের সিভিল সোসাইটি সংগঠনগুলোকেও জরুরি ভিত্তিতে সহযোগিতা করা প্রয়োজন। যেকোনো দুর্যোগে তারাই সবার আগে আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে।

২০২২ সালে ইউক্রেনে মানবিক সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মহল যে সাড়া দেয়, সেটা একটা ভালো দৃষ্টান্ত। জাতিসংঘ যে আবেদন জানিয়েছিল, তার ৮০ শতাংশের বেশি পাওয়া গিয়েছিল। ইয়েমেন ও সিরিয়ার মতো অন্যান্য সংঘাতকবলিত দেশ মাত্র একচতুর্থাংশ সহায়তা পেয়েছিল। কিন্তু এ বছর ইউক্রেন পেয়েছে মাত্র ৫০ শতাংশের কিছুটা বেশি সহায়তা।

ইউক্রেন থেকে খাদ্যশস্য রপ্তানির ওপর রাশিয়া অবরোধ সৃষ্টি করায় পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়েছে। এ ঘটনা বৈশ্বিক খাদ্যবাজারেও বিপর্যয় ডেকে আনছে। জাতিসংঘের দুর্ভিক্ষ নজরদারি তালিকায় নয়টি দেশ রয়েছে। পূর্ব আফ্রিকার ৫ কোটি মানুষ প্রতিদিন ক্ষুধা নিয়ে ঘুমাতে যাচ্ছে। তাদেরও সহযোগিতা প্রয়োজন।

এই সমস্যাগুলোর ওপর যদি নজর না দেওয়া হয়, তাহলে পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হবে। আমাদের নেতাদের এ ব্যাপারে এখনই নজর দিতে হবে।

আমেরিকা নিয়ে স্বপ্ন কেন মানুষের শেষ হয় না?

বেলেন ফার্নান্দেজ

গত আগস্টে ওয়াশিংটন ডিসিতে আমার বাবা মারা যাওয়ার পরের দিনের ঘটনা। আমি মা বাবার ফ্ল্যাটের ময়লা আবর্জনা সাফ করে বাইরে ফেলতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় ওই অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের বছর ষাটেক বয়সী একজন দারোয়ান আমার সঙ্গে কথা বললেন। ধরা যাক তাঁর নাম সিজার। তিনি জানালেন, আমার সদ্য প্রয়াত বাবার সঙ্গে তাঁর অল্প দিনের পরিচয় ছিল। তাঁর বাড়ি এল সালভাদর।

সিজার যখন আমার কাছ থেকে জানলেন, আমার বাবা প্রোস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং চিকিৎসকদের দেওয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল কেমোথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল তখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যসেবাব্যবস্থা সম্পর্কিত নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বললেন। তিনি বললেন, কিছুদিন আগে রাস্তায় হাঁটার সময় তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। তিনি মাতাল অবস্থায় আছেন মনে করে পথচারীরা ডাক্তার না ডেকে পুলিশ ডেকেছিলেন।

এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে প্রবাহিত মিথ্যা সুখের বিজ্ঞাপন আমেরিকান ড্রিমকে আরও উসকে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে সুস্পষ্টভাবে হতাশাজনক পরিস্থিতির মধ্যে কাটানো সত্ত্বেও আমার কলম্বিয়ান বন্ধুরা আমেরিকায় নিজের উপস্থিতি জানান দেওয়া টিকটক ভিডিও বানিয়ে সেগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে দেশে থাকা বন্ধুদের কাছে আত্মপ্রচার করতে চান।

যা হোক, পরে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। কয়েক দিন পর হাসপাতাল ছাড়ার সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মৃত্যুবরণ না করার মতো বিলাসিতা দেখানোর জন্য তাঁর হাতে ৮০ হাজার ডলারের একটি বিল ধরিয়ে দেয়। এই বিল এখন তাঁকে কিস্তিতে বাকি জীবনে শোধ করে যেতে হবে।

সিজার বলেছেন, হাসপাতালে থাকা অবস্থাতেই তাঁর চাকরিদাতার কাছ থেকে একটি ফোন পেয়েছিলেন। চাকরিদাতা তাঁকে ফোনে জানিয়ে দেন কাজে না গিয়ে হার্ট অ্যাটাকের শিকার হওয়ার 'ধৃষ্টতা দেখানোর জন্য' তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

সিজার জানালেন, ২০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে থাকার পরও তিনি বৈধ কাগজপত্র পাননি। এ কারণে তিনি এল সালভাদরে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেটা তাঁকে যেতে দিচ্ছে না। সেই ছেলের চোখে এখনো 'আমেরিকান ড্রিম' (আমেরিকান স্বপ্ন) লেগে আছে। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি এই তথাকথিত মুক্ত ভূমিতে এখনো পড়ে রয়েছেন।

সিজার যেমন ২০ বছর আগে নিজ জন্মস্থান এল সালভাদর ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন, আমিও ঠিক ২০ বছর আগে আমার জন্মভূমি যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে বিভিন্ন দেশে কাটিয়েছি। জরুরি স্বাস্থ্যসেবার খরচ বাবদ অন্তহীন ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে ভীত হওয়ার মতো আরও কিছু কারণে আমি যুক্তরাষ্ট্রকে এড়িয়ে চলেছি। তবে ২০২১ সালে আমার মা বাবা করোনা মহামারির কারণে বার্সেলোনা ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসার পর যুক্তরাষ্ট্রকে এড়িয়ে চলাটা আমার জন্য আগের চেয়ে অনেক বেশি দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্টধারী হিসেবে অবশ্যই আমার অনেক দেশে যেকোনো সময় যেতে পারার সুবিধা আছে। এর মধ্যে এল সালভাদরও আছে, যেখানে সুবিধাপ্রাপ্ত বহিরাগত ধনিক শ্রেণি যতটা আরামে আছে, মার্কিন সমর্থিত ডানপন্থী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কারণে স্থানীয় গরিব মানুষ সেখানে ততটাই অরক্ষিত অবস্থায় আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ধনে ডানপন্থী শাসকদের অত্যাচারে সালভাদোরান নাগরিকেরা অতিষ্ঠ হওয়ার পরও এবং তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর নারকীয় বাস্তবতার মুখে পড়ার পরও সামগ্রিকভাবে তাদের মধ্যে 'আমেরিকান ড্রিমের' মোহ আগের মতোই বজায় আছে। দারিদ্র্য, গৃহহীনতা, গণহারে ধরে কারাগারে ঢোকানো, নির্বিচার গোলাগুলি, অপরাধের পর্যায়ে পড়ে এমন ব্যয়বহুল স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও হাউজিং সেবার মুখে পড়তে হয় এমন ভূখণ্ডে 'স্বপ্নের ভূখণ্ডের' উপাদান খুব কমই আছে। কোনো ধরনের বৈধ কাগজপত্র নেই এমন অভিবাসীদের অধিকতর বীভৎস অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ব্যাপক বৈষম্য, অভিবাসীবিদ্বেষ, অভিবাসনশিবির থেকে অভিবাসনপ্রত্যাশী মা বাবার কাছ থেকে শিশুদের আলাদা জায়গায় নিয়ে যাওয়াইত্যাকার বাস্তবতার মুখে তাদের হেনস্তা হতে হয়। এত কিছুর পরও বৈশ্বিক কল্পনায় কেন আমেরিকান ড্রিম অমলিন হয়ে আছে? এত কিছুর পরও কেন সবাই আমেরিকান ড্রিমে বিভোর?

নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কলম্বিয়া, এল সালভাদর, মেক্সিকো বা অন্য অনেক জায়গায় দুর্দশার মধ্যে জীবন কাটানো স্থানীয় দরিদ্র মানুষ একটি সুখের দুনিয়ার কল্পনায় আচ্ছন্ন থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মানুষ তার শারীরিক ও আর্থিক অবস্থার সুরক্ষা নিয়ে একটি কল্পনাশ্রয়ী জায়গার কথা ভাবে। সেই জায়গা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকেই তারা কল্পনায় আনে। এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে প্রবাহিত মিথ্যা সুখের বিজ্ঞাপন আমেরিকান ড্রিমকে আরও উসকে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে সুস্পষ্টভাবে হতাশাজনক পরিস্থিতির মধ্যে কাটানো সত্ত্বেও আমার কলম্বিয়ান বন্ধুরা আমেরিকায় নিজের উপস্থিতি জানান দেওয়া টিকটক ভিডিও বানিয়ে সেগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে দেশে থাকা বন্ধুদের কাছে আত্মপ্রচার করতে চান।

২০০৮ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ মুক্তবাজার পুঁজিবাদকে 'আমেরিকান ড্রিমের মহাসড়ক' বলে অভিহিত করেছিলেন। ভাষাগত জড়তাসম্পন্ন বুশের কথাটি ব্যাকরণগতভাবে হয়তো সঠিক, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠতার দিক থেকে কথাটা সত্য নয়। এই 'মহাসড়ক' আসলে একটি ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন।

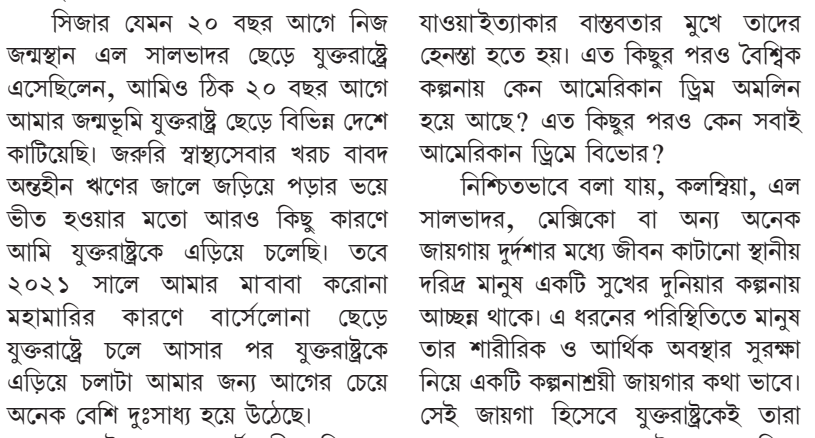

সাময়িকী

স্মৃতির পাতায় : যাত্রা ও নাটকের যুগ

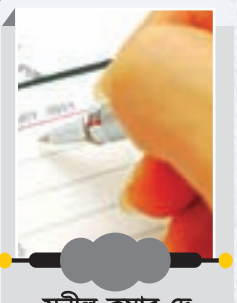

সুনীল কুমার দে
কলামিস্ট

সামনেই দুর্গাপূজা।আমাদের হিন্দুদের সবথেকে বড় উৎসব।তাই আজ পুরানো দিনের কথা অনেক বেশি করে মনে পড়ছে।৪৫ বছর পিছনে যেতে চাই যাত্রা ও নাটকের যুগে।তখন টিভি ও মোবাইল ছিলো না তাই গ্রামে সংস্কৃতি গুলো জীবিত ছিলো।পূজো পার্বন উপলক্ষে গ্রামে গ্রামে প্রায়ই যাত্রা ও নাটক হতো তা দুর্গাপূজা হউক বা লক্ষী পূজা,কালী পূজা প্রভৃতি।যাত্রা পূজার একটা বিশেষ অঙ্গ ছিলো।আমাদের নুয়াগ্রামে লক্ষীপূজা ও সরস্বতী পূজা খুবই ধুমধামের সহিত পালন করা হতো।আর সেই উপলক্ষে যাত্রা ও নাটক হতো।আমাদের আগে বুড়োরা অশ্বমেধ যজ্ঞ,লক্ষণ বর্জন,গয়াসুর প্রভৃতি যাত্রা পালা করেছিলেন তারপর অনেকদিন যাত্রা বন্ধ হয়ে যায় মনমালিন্য এর কারনে।গ্রামে তখন মিল ছিল না যখন আমরা যাত্রা শুরু করি।তখন ১৯৭৭ সাল হবে।শঙ্কর বাবুর নেতৃত্বে আমরা বাংলা যাত্রা আরম্ভ করি লক্ষী পূজা উপলক্ষে।তখন পৌরাণিক যাত্রা পালাই বেশি হতো ।তখন যাত্রা পালায় ছেলেরাই মেয়েদের অভিনয় করতো।আমাদের প্রথম যাত্রা পালার নাম ছিলো কর্নবধ ।তখন সবার মধ্যে বিপুল উৎসাহ।যাত্রার জন্য রিহার্সেল দেওয়া হতো লক্ষী মণ্ডপে।লক্ষী মণ্ডপ তখন পাকা ছিল না,খাপরার ছাউনি ছিল।তখন গ্রামে ইলেক্ট্রিক আসেনি।হেরাকিন জ্বেলে রিহার্সেল করা হতো।তেল যোগান দিতো রতন চন্দ্র দে।পরবর্তি কালে আমরা লক্ষী মণ্ডপ পাকা করি।তখন আমাদের ক্লাবের নাম ছিল নুয়াগ্রাম নব জাগরণ ক্লাব।যারা যাত্রা পালায় প্রথম অভিনয় করেছিলো তারা হলো যথাক্রমে, কর্ন, শঙ্কর চন্দ্র গোপ,শ্রীকৃষ্ণ, নিবারণ মুদি,যুধিষ্ঠির, মধুসূদন দাস মণ্ডল,ভীম, ত্রিলোচন প্রামানিক,অর্জুন, শুধাংশু কুন্ডু,সহদেব, সুনীল কুমারদে, ধৃতরাষ্ট্র, ক্ষেত্রমহন দে, দুর্যোধন, অশোকপাত্র, দুঃশাসন, জলধর দে,শকুনি, রতন চন্দ্র দে, বৃষকেতু, অরবিন্দ দে, দেবরাজ ইন্দ্র, তুষার কুমার দে। মহিলা চরিত্রে, পদ্মাবতী, মেঘনাদ দে, দ্রৌপদী, জিতেন দে, কুন্তী, হীরালাল পাল, প্রমুখ।যন্ত্র সংগীতে, মোহিনী মোহন দে, অনুকূল চন্দ্র দে,কুশধ্বজমুদি,লক্ষী কান্ত দে, চিত্তরঞ্জন দে, গগন বিহারী দে প্রমুখ।যাত্রা পালায় বিবেকের গান গেয়েছিল, দেবেন্দ্র নাথ দে। নির্দেশনা, বিনোদ বিহারী দে। বিপুল উৎসাহ নিয়ে অভিনীত হয়েছিল আমাদের প্রথম যাত্রা পালা লক্ষী পূজাতে এই কর্নবধ ।এই যাত্রার মাধ্যমে ফিরে এলো গ্রামের একতা।তারপরের বই, রাজ লক্ষী।এটি ও পৌরাণিক বই।ধীরে ধীরে যাত্রা করার জন্য যুক্ত হলো পরবর্তী কালে নুতন অভিনেতা যথাক্রমে, রাধা দাস,অরুণ পাল,কৃষ্ণ গোপ,রহিত গোপ, খিরোদ কার্জি,অর্জুন মুদি,তারিনী সেন দে, তরুণ দে, সুজিত দে, দিলীপ দে, প্রদীপ দে, প্রণব দে,শৈলেন প্রামানিক ,অসিৎ মরল আরো অনেকেই। কর্নবধ ও রাজলক্ষী যাত্রা পালা গুলো আমরা কৃষ্ণপুর গ্রামে মঞ্চস্থ করেছিলাম বগলা প্রসাদ দের ব্যবস্থাপনায়।তারপরের বছর যাত্রা করা হয় শাপ মোচন।এই বই থেকে আমি যাত্রা পালায় বিবেকের গান গাইতে শুরু করি। এছাড়াও আমরা, বাংলার ডাকাত, মানুষের ঠাকুর,ভক্ত ও ভগবান, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ, দুঃস্বপ্নের রাত্রি, মৃত্যুর চোখে জল প্রভৃতি যাত্রা পালা করি।আমাদের শেষ যাত্রা পালা হলো অভাগীর কান্না।এই পালাটি আমরা মহিলা অভিনেত্রীদের নিয়ে করেছিলাম।তারপর নানাবিধ কারনে যাত্রা বন্ধ হয়ে যায়।পরবর্তী কালে আমার লেখা কয়েকটি নাটক যথা, মুখোশ, আলোর দিশারী ও বিদ্রোহী সুভাষ মঞ্চস্থ হয়।বিদ্রোহী সুভাষ বই টি জামশেদপুর এ অভিনীত হয়।আমাদের পরেও নূতন ছেলেররা কয়েকটি যাত্রা পালা করেছে কিন্তু দীর্ঘদিন চলেনি।আজ যাদের সাথে আমরা যাত্রা নাটক করে ছিলাম অনেকেই আজ আমাদের মাঝখানে নেই কিন্তু যাত্রা নাটকের যে গভীর আনন্দ তা আজ ও মন কে বিচলিত করে।আজ আধুনিকতার প্রভাবে ও টিভি মোবাইলের যুগে পুরানো সংস্কৃতি গুলো প্রায় সবই অবলুপ্তির পথে যা খুবই চিন্তার ও দুর্ভাগ্যের বিষয়।

জানা অজানা

মাতাজী আশ্রমে রাধাষ্টমী ভক্তি ভোরে পালন করা হলো

পোটকা ঃ প্রতি বছরের মতো এ বছর ও আজ তারিখ ২৩ শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ সকাল ৭.৩০ টায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আল্হাদিনী শক্তি রাধা রানীর জন্ম জয়ন্তী অর্থাৎ রাধাষ্টমী ভক্তি ভাবে পালন করা হলো হাতার মাতাজী আশ্রমে।এই উপলক্ষে রাধা রানীর বিশেষ পূজা,ভোগ, আরতি, পুষ্পাঞ্জলি, হোম, রাধার পাঁচা লি পাঠ,রাধা নাম কীর্তন করা হলো।এই উপলক্ষে বিভিন্ন গ্রাম থেকে ভক্ত মহিলারা এসে ব্রত রেখে রাধা রানীর পূজা অর্চনা করলেন।সবশেষে সবাই কে ভোগ প্রসাদ দেওয়া হলো।এই উপলক্ষে সুধাংশু শেখর মিশ্র,মধু সুদন ভট্টাচার্য্য,কমল কান্তি ঘোষ,সুনীল কুমার দে,মোহিতোষ মণ্ডল,মনি পাল,সহদেব মণ্ডল,স্বপন মণ্ডল,কৃষ্ণ পদ মণ্ডল,রাজকুমার সাহু,উৎপল মণ্ডল,তুষার কান্তি মণ্ডল,তরুণ দে,সঞ্জয় সাহু,হেম চন্দ্র পাত্র,বীরেন মণ্ডল,চিনু মা,লোচনা মণ্ডল,বেবি মণ্ডল,সুজতা মোড়ল,বন্দনা মণ্ডল,রিনা মণ্ডল,রিতা মণ্ডল,কাজল মণ্ডল,বেলা রানী মণ্ডল আদি উপস্থিত ছিলেন।

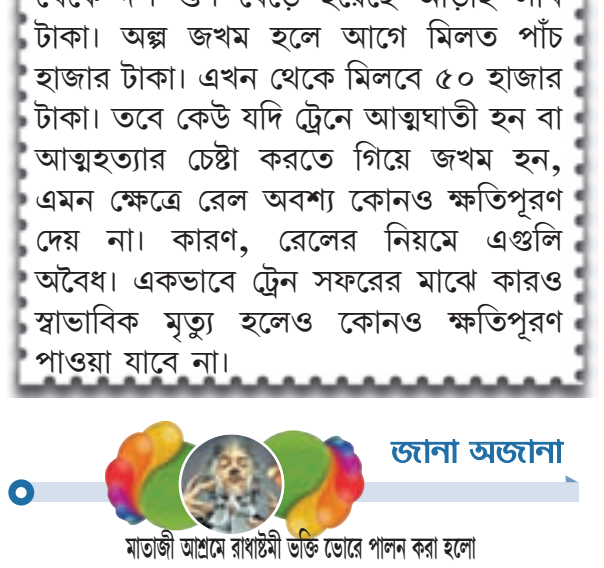

পাঠকের চিঠি

ঈশ্বর এক, ধর্ম অনেক

ঈশ্বর বা ভগবান এক কিন্তু নাম অনেক।একো ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি।এক ছাড়া দ্বিতীয় নেই।কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের লোক বিভিন্ন নামে তাঁকে ডাকে।কেউ তাঁকে ভগবান,ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বলে।কেউ তাঁকে আল্লাহ বলে কেউ আবার তাঁকে গড বলে।কেউ কালী তাঁকে কালী,কৃষ্ণ,হরি, রাম,দুর্গা,শিব,চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ বলেও ডাকে।এই প্রসঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন।তিনি বলেছেন, একটি পুকুরে তিনটি ঘাট আছে।এক ঘাটে হিন্দুরা জল নিচ্ছে তারা বলছে জল,আর এক ঘাটে মুসলমানেরা জল নিচ্ছে তারা বলছে পানী।আর এক ঘাটে ক্রিস্টানেরা জল নিচ্ছে বলছে ওয়াটার।অর্থাৎ একই জল কে বিভিন্ন ধর্মের লোক বিভিন্ন নামে ডাকছে।তেমনি এক রাম তাঁর হাজার নাম।একই ব্যক্তি কারো বাবা,কারো স্বামী,কারো ভাই,কারো কাকা,কারো মামা প্রভৃতি।অর্থাৎ একই ব্যক্তি বিভিন্ন নামে প্রকাশিত।ঈশ্বরের বেলাও ঠিক তাই।তিনি ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশিত।তাই পৃথিবীতে দশটা ভগবান নেই।এই পৃথিবীর মালিক,এই সৃষ্টির মালিক একজনই তবে ধর্ম অনেক।সনাতন হিন্দু ধর্ম,ইসলাম ধর্ম,খ্রিস্ট ধর্ম,বৌদ্ধ ধর্ম,শিখ ধর্ম,জৈন ধর্ম আরো অনেক ধর্ম আছে যারা ভগবান কে বিভিন্ন নামে ডাকে,বিভিন্ন ভাবে পুজো করে,উপাসনা করে ও সাধন ভজন করে।বিভিন্ন ধর্মের মত ও পথ আলাদা,ধর্ম স্থান আলাদা,ভগবানের নাম আলাদা কিন্তু লক্ষ্য সবার এক,ঈশ্বর কে লাভ করা,তাঁর কাছে যাওয়া ও তাঁকে উপলব্ধি করা।তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন,,,অনন্ত সাগরে যাওয়ার অনন্ত যে পথ।যে পথেই যাও না কেন একই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাবে যদি ব্যাকুলতা ও তাঁকে পাওয়ার ইচ্ছে ও চেষ্টা থাকে।যত মত তত পথ।তাই ধর্ম ও ঈশ্বর নিয়ে ঝগড়া করার কিছুই নেই।তাঁর উপর যাতে ভক্তি ও ভালোবাসা জন্মে তাই করা উচিত।আসুন সবাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের উদার ধর্ম ভাব কে বোঝার চেষ্টা করি থাকেই এই পৃথিবী থেকে ধর্ম ও ঈশ্বর নিয়ে লড়াই ও ঝগড়া,মারামারি খুনোখুনি শেষ হবে।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

এক মাসের মধ্যে বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক থাকা সমস্যার সমাধান করা হবে, গত এক দশকের পাশাপাশি বিগত আড়াই বছরে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের এক আমূল পরিবর্তন হয়েছে বলে মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগুর

শিক্ষার মানদন্ড নিরক্ষণ সংক্রান্তে শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ইতিমধ্যে অসমের বিদ্যালয় গুলোর একত্রিকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। মূলত ৩০ জন ছাত্রছাত্রীর কম থাকা প্রায় ১১ হাজার বিদ্যালয়ের রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ একত্রিকরণ করতে চলেছে বলে জানা গেছে। তবে এবার এক মাসের মধ্যে বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক থাকা সমস্যার সমাধান করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। তিনি বলেন একটি একটি বিদ্যালয় পরীক্ষা করা হবে। তাছাড়া দুর্গম এলাকায় থাকা বিদ্যালয় গুলোর একত্রীকরণ করা হবে বলে জানান তিনি। তাছাড়া শিক্ষামন্ত্রী বলেন গত এক দশকের পাশাপাশি বিগত আড়াই বছরে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের এক আমূল পরিবর্তন হয়েছে।

উল্লেখ্য এই একত্রিকরণের প্রক্রিয়ায় ছাত্রছাত্রীদের প্রভাবিত করবে না বলে ইতিমধ্যে মতামত ব্যক্ত করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। তিনি বলেছেন কোনো বিদ্যালয় বন্ধ হবেনা এবং কোনো ছাত্রছাত্রী শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত হবে না। রাজ্যে ৩০ জন ছাত্রছাত্রী কম থাকা মোট ১১২৭২ টি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একত্রিকরণের সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে শিক্ষা বিভাগ। এক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু বলেন ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার ক্ষেত্রে সাসটেনেবল এনরোলমেন্ট না থাকা কাছাকাছি বিদ্যালয় থাকলে সেগুলোর ক্ষেত্রে একত্রিকরণ করা হবে। বিশেষ করে সরকার ১৫ জন ছাত্রছাত্রী কম বিদ্যালয় এবং ৩০ জন ছাত্র ছাত্রীর কম বিদ্যালয় গুলোকে একত্রিকরণ করতে চাইছে। এই সংক্রান্তে জেলাভিত্তিক তথ্য প্রদান করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। শিক্ষার উপর প্রধানত একটি জাতির উন্নয়ন এবং প্রগতি নির্ভর করে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে শিক্ষার মানদন্ড নিরক্ষণ সংক্রান্তে তথা শিক্ষার ক্ষেত্রটিকে অধিক তৎপর করে তোলার স্বার্থে শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সারাদিনব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক এবং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গুয়াহাটি মহানগরের কাহিলীপাড়া স্থিত জ্যোতি চিত্রবনের প্রেক্ষাগৃহে আযোজিত কর্মশালা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু বলেন বর্তমান সময়ে শিক্ষার ক্ষেত্রটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে পুরানো কিছু ধারা বাদ দিয়ে নতুন চিন্তা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে সময়ের সঙ্গে খাপ খাওয়া নতুন চিন্তাধারার মাধ্যমে শিক্ষার জগতটির প্রগতির স্বার্থে আত্মনিযোগ করতে হবে। তিনি বলেন ২০১১ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিক্ষা বিভাগ ২ লক্ষের অধিক শিক্ষক নিযুক্তি দিয়েছে। যেটা শিক্ষার জগতে এক যুগাত্মক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু বলেন শিক্ষা বিভাগ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ছাত্রছাত্রীদের ইউ ডাইস কোড সঠিক রূপে এবং পরিকল্পিত ভাবে প্রযোগ করার ফলে কভিড মহামারী সৃষ্টির পরিবেশের পরেও সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বেড়েছে। তাছাড়া অন্য অর্থে এটার এক যোগাত্মক দিক হলো আগের ভূত অর্থাৎ ঘোস্ট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। কর্মশালায় উপস্থিত বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে শিক্ষামন্ত্রী বলেন শিক্ষা বিভাগকে শিক্ষা সেতু অ্যাপের মাধ্যমে ডিজিটাইজেশন করে ৪৮ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর জন্য এক সাইবার হাইওয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক অফিসার এবং কর্মচারীদের শিক্ষা বিভাগ হাতে নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপ অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্র প্রকল্প, শিক্ষক রেশনেলাইজেশন, বিদ্যালয় একত্রীকরণ, শিক্ষক বদলিকরণ ইত্যাদি প্রচেষ্টাকে সঠিকভাবে প্রযোগ করে শিক্ষার মানদন্ড উন্নতি করার ক্ষেত্রে আত্মনিযোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। একইভাবে প্রতিটি পদক্ষেপ যদি সঠিক রূপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে অসমকে দেশের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন একজন শিক্ষক থাকা বিদ্যালয় কিংবা কম শিক্ষক থাকা বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রী অনুপাতে যাতে শিক্ষক নিযোগ করা যায় সেই ব্যবস্থা করা হবে। অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে শিক্ষক বদলিকরণের কাজ অব্যাহত রয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় জেলা, ব্লক পর্যায়ে কিছু ভেরিফিকেশন থাকে। এক্ষেত্রে যাতে কোনো ধরনের কনফিউশন না থাকে এই উদ্দেশ্যেই এই ভেরিফিকেশন করা হয়। তাছাড়া শিক্ষা সেতু অ্যাপে বর্তমান ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকরা নিজেদের অ্যাটেনডেন্স দেওয়া শুরু করেছেন। এর মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ডেটাবেস তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শক্তিশালী মনিটরিং এবং ইভালুসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে যেটা শিক্ষা সেতু অ্যাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। এই যাবতীয় পদক্ষেপের সংক্রান্তে কিভাবে কাজকর্মগুলো হবে সেটা নিয়ে আলোচনা করার জন্যই এদিনের কর্মশালার আযোজন করা হয়েছিল। তাছাড়া শিক্ষার মানদন্ড সম্পর্কে পারফরম্যান্স গ্রেডিং ইনডেক্স নামের যে সমীক্ষা সারা দেশ জুড়ে অনুষ্ঠিত হয় সেটা কিভাবে হয় এই বিষয়েও এদিন আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বের তুলনায় অসমের শিক্ষাবিভাগের পারফরম্যান্স ভালো হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আরো ইমপ্রুভমেংটের প্রযোজনীয়তা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু।

প্রসঙ্গত শিক্ষার দায়িত্বে থাকা জেলাগুলোর অতিরিক্ত জেলাশাসক, বিদ্যালয় গুলোর পরিদর্শক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং খন্ড প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারদের নিয়ে এদিন কর্মশালার আযোজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা ডঃ ননীগোপাল মহন্ত, সর্বশিক্ষার মিশন সঞ্চালক ডঃ ওম প্রকাশ, মাধ্যমিক শিক্ষার সঞ্চালিকা মমতা হোজাই, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সঞ্চালিকা সুরঞ্জনা সেনাপতিও অংশগ্রহণ করেছেন।

ভারতে সনাতন ধর্ম বিতর্ক ঃ তামিলনাড়ু সরকারকে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়া দিল্লি ঃ ভারতের তামিলনাড়ুর ডিএমকে নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিনের সনাতন ধর্ম মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে করা মাদ্রাজ হাইকোর্টের এক আইনজীবীর আবেদনের ভিত্তিতে তামিলনাড়ু সরকারকে নোটিস পাঠাল দেশের শীর্ষ আদালত। গত ২ সেপ্টেম্বর 'সনাতন ধর্ম নির্মূল সম্মেলন' হয়েছে এই দাবি করে মাদ্রাজ হাইকোর্টের আইনজীবী একটি এফআইআর দায়ের করে বিষয়টি সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই তদন্তের আর্জি জানান। বিচারপতি অনুরাধা বোস ও বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর বেঞ্চ আবেদনকারীর কাছে জানতে চান যে তিনি হাইকোর্টে আবেদন না করে কেন সুপ্রিম কোর্টে এলেন। জবাবে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে বলা হয় এই মন্তব্য কোনও ব্যক্তি বিশেষের নির্দিষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে করা কটুকাটব্য নয়, এক মন্ত্রী ও রাজ্য সরকারি প্রশাসনের একটি নির্দিষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার। আবেদনকারী সুপ্রিম কোর্টকে থানায় পরিণত করার চেষ্টা করছেন মন্তব্য করলেও যেহেতু এই আইনজীবী উদয়নিধির মন্তব্যটি ঘৃণা ভাষণের ধারায় যুক্ত করেছেন, সেই মামলার প্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ তামিলনাড়ু সরকারকে নোটিশ জারি করে। আবেদনকারী তার আবেদনে তামিলনাড়ু সরকারের মন্ত্রী উদয়নিধি, ডিএমকে নেতা পিটার অ্যালফোন্সে, এ রাজা, থল তিরুমাভালাভন এবং তার সমর্থকদের কোনও মন্তব্য করার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করার আবেদন জানিয়েছেন যাতে তারা সনাতন ধর্ম বা হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে কোনও বিরুপ মন্তব্য করতে না পারেন। কীভাবে পুলিশ এই সম্মেলনের অনুমতি দিল এবং কেন উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না সে বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের তরফে রাজ্য পুলিসের ডিজির কাছে কৈফিয়ত তলবের আবেদনও জানিয়েছেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের আইনজীবী। মন্ত্রী উদয়নিধির মন্তব্য ও সনাতন ধর্ম নির্মূল সম্মেলন প্রকৃত অর্থে সরকারের আনুকূল্যে এবং সহায়তায় একটি নির্দিষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার, যে প্রচারের ফলে পড়ুয়াদের মনে অল্প বয়েসেই অসুস্থ ধারণার জন্ম নেবে বলে আবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে।

ভারতে সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাসের কৃতিত্ব নিজেরে বলে পরোক্ষে দাবি প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়া দিল্লি ঃ ভারতে কেন্দ্রের ডাকা সংসদের বিশেষ অধিবেশনে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হয়ে গিয়েছে। বুধবার ২০ সেপ্টেম্বর লোকসভা এবং বৃহস্পতিবার ২১ সেপ্টেম্বর বেশি রাতে রাজ্যসভায় বিলটি পাশ হয়। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তৎক্ষনাৎ বুঝিয়ে দিয়েছেন এই বিলকে তিনি লোকসভা ভোটের প্রচারে তার সরকারের কৃতিত্ব বলে দাবি করতে চলেছেন। শুক্রবার ২২ সেপ্টেম্বর সেটাই করলেন তিনি দিল্লিতে বিজেপির সর্বভারতীয় দফতরে। বিজেপি শিবির শুক্রবার মহিলা বিল উদযাপনের কর্মসূচি নিয়েছে। সারা দেশে দল এই বিল পাশের কৃতিত্ব দাবি করতে সভা, মিছিল ইত্যাদি করবে। এছাড়া সমাজমাধ্যমে প্রচার তো আছেই। আসলে সংসদের বিতর্কে আরজেডি, সমাজবাদী পার্টির মতো কয়েকটি দল বাদে বাকিরা মহিলা বিল পাশে নিজেদের কৃতিত্ব দাবি করে। সনিয়া গান্ধী বলেন, মহিলাদের জন্য লোকসভা, বিধানসভায় আসন সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে আমার প্রয়াত জীবনসঙ্গীর স্বপ্ন পূরণ হবে। কংগ্রেস নেত্রী দাবি করেন, রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন প্রথম এই ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তৃণমূল মহিলা বিল পাশের বিশেষ কৃতিত্ব দিয়েছে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মমতা এই ব্যাপারে সংসদে সরব হওয়ার পাশাপাশি দলে এবং সরকারে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব অনেকটাই বাড়িয়েছেন। তৃণমূলের দুই বক্তা লোকসভায় কাকলি ঘোষ দস্তিদার, রাজ্যসভায় ডেরেক ও ব্রায়েন বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, মহিলা বিল পাশ করানোর কৃতিত্ব দাবি করার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো দলে ও মন্ত্রিসভায় মহিলাদের ৪০ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে দেখান। পরিস্থিতিতে নিজেদের কৃতিত্ব তুলে ধরতে শুক্রবার থেকেই প্রচার শুরু করে বিজেপি। আর তাতে নেতৃত্ব দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার দলীয় দফতরে বিল পাশে কৃতিত্ব দাবি করে বিরোধীদের নিশানা করেন। বলেন, সংসদে যারা একদিন মহিলা বিল ছিঁড়ে ফেলেছিল তারাই এখন তা নিয়ে মাতামাতি করতে চাইছে। প্রধানমন্ত্রী এক্ষেত্রে ২০১০ সালে মহিলা বিল রাজ্যসভায় আটকে যাওয়ার ঘটনাটির উল্লেখ করতে চেয়েছেন। মনমোহন সিং সরকারের সময় ইউপিএ সরকার বিল পেশ করেও রাজ্যসভায় তা পাশ করায়নি শরিক দলের আপত্তিতে। রাজ্যসভায় বিল পেশ হওয়া মাত্র সমাজবাদী পার্টির এক সাংসদ সেটির কপি ছিঁড়ে ফেলেন। পরে সরকার বিলটি সংসদের সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়ে দেয়। রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, প্রধানমন্ত্রী দলীয় কর্মীসমর্থকদের সেই ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, ১৯৯৬ থেকে ২০২৩, কেন ২৭ বছর লাগল বিলটি পাশ করাতে প্রচারে তা তুলে ধরবে বিজেপি। লোকসভায় বিলটি পেশ হওয়ার পর পরই প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ঈশ্বর বোধহয় আমার হাত দিয়েই বিলটি পাশ করানোর জন্য বরাদ্দ রেখেছিলেন। দলীয় দফতরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ, আমি দেশের সকল নারীকে অভিনন্দন জানাই। গতকাল এবং পরশু আমরা একটি নতুন ইতিহাস রচনার সাক্ষী হয়েছি। এটা আমাদের সৌভাগ্য যে কোটি কোটি মানুষ আমাদের সেই ইতিহাস তৈরি করার সুযোগ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর আগে বিজেপি সভাপতি মোদী সরকারের নারী কল্যাণ প্রকল্পগুলি তুলে ধরে দাবি করেন, বিজেপি মহিলাদের অধিকারের বিষয়ে কতটা আন্তরিক। তিনি বলেন, সংসদে মহিলা বিল পাশ ইতিহাসের একটি অধ্যায় হয়ে থাকবে।

নগাঁও এর মোল্লাপট্টিতে জনৈক হাফিদুর ইসলামের বাড়িতে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা সদৃশ্য তিনটি ইসলামিক পতাকা ঘিরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি ঃ বীর লাচিত সেনার হুংকার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মধ্য অসমের গুরুত্বপূর্ণ জেলা নগাঁও এর মোল্লাপট্টিতে হঠাৎ উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। মোল্লাপট্টিতে তিন বছর আগে থাকতে আসা জনৈক হাফিদুর ইসলাম নিজের বাড়িতে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা সদৃশ্য তিনটি ইসলামিক পতাকা লাগানোর পরেই সম্পূর্ণ এলাকা জুড়ে পরিবেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। স্থানীয় মসজিদ কমিটি অনুরোধ জানালেও তিনি সেই পতাকা খোলেননি। অবশেষে পুলিশ এসে সেই পতাকা গুলো জব্দ করে হাফিদুর ইসলামকে আটক করে জিম্মায় নিয়ে যাওয়ার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে নগাঁও এর মোল্লাপট্টিতে গত তিন বছর আগে নিজের বাড়ি নির্মাণ করে নতুন ভাবে থাকতে এসেছেন হাফিদুর ইসলামের নামের এক ব্যক্তি। কিন্তু গতকাল থেকে রহস্যজনক ভাবে হাফিদুর ইসলাম নিজের বাড়িতে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা সদৃশ্য তিনটি ইসলামিক পতাকা লাগিয়ে দেন। এরপরেই স্থানীয় সংখ্যালঘু এলাকায় এই বিষয়টি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় মসজিদ কমিটি এক্ষেত্রে বৈঠক করে হাফিদুর ইসলামের পতাকা গুলো খুলে ফেলার অনুরোধ জানায়। মসজিদ কমিটির এক সদস্য বলেন বর্তমান পরিস্থিতিতে এভাবে উস্কানিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয়। এই সম্পূর্ণ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু মুসলমানরা ভাতৃত্ব রক্ষা করে সমন্বয়ের সঙ্গে দিন যাপন করছেন। এই ধরনের পতাকা উত্তোলন সম্প্রীতির পরিবেশ বিনষ্ট করতে পারে বলে মসজিদ কমিটি আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে।

তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে স্থানীয় মসজিদ কমিটি জনৈক হাফিদুর ইসলামকে পতাকা গুলো খুলে নেওয়ার অনুরোধ জানালেও তিনি সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের তোয়াক্কা করেননি। অবশেষে মসজিদ কমিটির তরফে স্থানীয় থানায় খবর দেওয়া হয়। অবশেষে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। তার বাড়ি থেকে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা সদৃশ্য তিনটি ইসলামিক পতাকা খুলে নেওয়ার পাশাপাশি হামিদুর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য হয়বরগাঁও থানায় নিয়ে গেছে পুলিশ। এরপরেই নগাঁও এর মোল্লাপট্টি এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

এদিকে এই ধরনের পতাকা উত্তোলনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বীর লাচিত সেনা। সংগঠনটির নেতারা বলেন নগাঁও কিংবা অসমে কোনো বহিরাগত ব্যক্তি এসে অপসংস্কৃতিতে সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হয় তাহলে এটা সহ্য করা হবে না। এক্ষেত্রে বীর লাচিত সেনা শেষবারের মতন সতর্ক করে দিচ্ছে বলে উল্লেখ করে সংগঠনটির নেতারা বলেন এই ধরনের কার্যকলাপ প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। প্রচার মাধ্যমে এই খবরটি প্রকাশিত হওয়ার পর জানা গেছে নগাঁও এর মোল্লাপট্টিতে একজন ব্যক্তি পাকিস্তানের পতাকার চিহ্ন সদৃশ্য কয়েকটি পতাকা নিজের বাড়িতে লাগিয়েছেন। তাছাড়া সেই পতাকাটিতে উর্দু ভাষায় কিছু কথা লেখা রয়েছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় ব্যক্তিরা সন্দেহ করেছিলেন এটা পাকিস্তানের পতাকা। কলকাতা থেকে এক ব্যক্তি এসে এভাবে নগাঁওয়ে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি বিনষ্ট করবে সেটা মানা যাবেনা বলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে বীর লাচিত সেনা।

বিশ্ব শান্তির কামনা করে মহানগরের আমিনগাঁওয়ে অতিরুদ্র মহাযজ্ঞের আয়োজন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

ক্ষমতায় না থাকলে নাটক করতে ব্যস্ত থাকেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, মন্তব্য মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ রাজ্যে দ্বিতীয়বারের মতন আযোজিত হয়েছে অতিরুদ্র মহাযজ্ঞ। গুয়াহাটি মহানগরের আমিনগাঁওয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার তত্বাবধানে অতিরুদ্র মহাযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে। মূলত বিশ্ব শান্তির কামনা করে গত বছর প্রথম এই মহাযজ্ঞের আযোজন করেছিলেন তিনি। এই ধারা অব্যাহত রেখে দ্বিতীয়বারের জন্য আমিনগাঁওয়ে অতিরুদ্র মহাযজ্ঞ শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার তত্বাবধানে আযোজিত অতিরুদ্র মহাযজ্ঞের দ্বিতীয় দিন শুক্রবারে ১১ টি কুন্ডতে হোম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই মহাযজ্ঞের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২৫০ জন পুরোহিতের আগমন ঘটেছে। অতিরুদ্র মহাযজ্ঞকে কেন্দ্র করে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই মহাযজ্ঞে রাজ্যের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী বিধায়ক সহ মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী রিনিকি ভূঁইয়া শর্মাও এদিন মহাযজ্ঞের মন্ডপে উপস্থিত ছিলেন। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা পুরোহিতরা এদিন গণেশ পূজার পাশাপাশি মা গঙ্গা এবং শিবের পূজা করেছেন। মহাযজ্ঞে ব্যাপক ভক্তের সমাগম দেখা গেছে। এদিকে আমিনগাঁওয়ে আযোজিত অতিরুদ্র মহাযজ্ঞের কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে রাহুল গান্ধী কুলির রূপ নিয়ে মাথায় ব্যাগ উঠানো সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তিনি। পীযূষ হাজারিকা বলেন যখন ইউপিএ সরকার ছিল তখন রাহুল গান্ধী কখনো ট্রাকে উঠেননি, মেকানিকের সঙ্গে বসেননি অথবা কুলিদের সঙ্গে গিয়ে সময় কাটাননি। অর্থাৎ যখনই ক্ষমতা হাতছাড়া হয় তখনই এই ধরনের নাটক করেন রাহুল গান্ধী। ক্ষমতায় না থাকলে নাটক করতে ব্যস্ত থাকেন কংগ্রেস নেতা। তবে সাধারণ মানুষ এই নাটকের বিষয়টি জানেন। ফলে সাধারণ জনতা কখনো এই ধরনের নাটকে আকর্ষিত হবেন না। স্বাভাবিকভাবেই ফের একবার দেশে বিজেপি সরকার হবে এবং নরেন্দ্র মোদি পুনরায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেবেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন নাটক করাটি অত বড় বিষয় নয়। কিন্তু নাটক করলেও ভালভাবে করা উচিত। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী যেই সুটকেস মাথায় নিয়েছিলেন সেটা এক ট্রলি ব্যাগ। অর্থাৎ চাকা থাকা ট্রলি ব্যাগ টেনে নিয়েও যাওয়া যায়। শুধুমাত্র ফটো মোমেংটের জন্য রাহুল গান্ধী সেটা করেছেন। আন্তরিকতার মাধ্যমে যে তিনি সেটা করেননি ইতিমধ্যে তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। চাকা থাকা ট্রলি ব্যাগ যেটা টেনে নেওয়া যায় সেটাকে মাথায় তুলে নাটক করেছেন রাহুল গান্ধী। ফলে ভবিষ্যতে এই ধরনের নাটক না করার জন্য এই কংগ্রেস নেতাকে তিনি অনুরোধ জানাচ্ছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা।

‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ফুটবলে তিফো সংস্কৃতির প্রভাব যেমন

লন্ডন ঃ ‘কখনো কোনো শূন্য মাঠে গিয়ে দেখেছ? একবার গিয়ে দেখো, শূন্য মাঠের চেয়ে বড় শূন্যতা আর কিছুই হয় না। দর্শকদের বিরহে খাঁ খাঁ করা স্টেডিয়ামের চেয়ে বিষণ্ন আর কিছুই যে নেই। ওয়েম্বলিতে যাও, এখনো শুনতে পাবে ’৬৬’এর বিশ্বজয়ী ইংলিশদের উৎসবের প্রতিধ্বনি। যদি আরও মনোযোগ দিয়ে শোনো, ’৫৩তে হাঙ্গেরির কাছে তাদের হারের দীর্ঘশ্বাসটুকুও বাদ যাবে না। মঁিটেভিডিওর সেন্তেনারিও এখনো উরুগুয়ের সোনালি দিনের সন্তানদের জন্য নস্টালজিয়ায় ভোগে। কান পেতে শোনো, ’৫০’এর ব্রাজিলের পরাজয়ের কান্না এখনো মারাকানার পরিবেশকে ভারী করে রেখেছে এদোয়ার্দো গালেয়ানো ‘সকার ইন সান অ্যান্ড শ্যাডো’র স্টেডিয়াম অংশে এই গ্যালারির উন্মাদনাকে বোঝাতে বলেছিলেন ওপরের কথাগুলো। ফুটবল ম্যাচ মানেই তো উন্মাতাল গ্যালারি, আর তার সঙ্গে মিশে থাকা হাসিকান্নার নানা গল্প। সেই গল্পগুলো প্রকাশের সামষ্টিক ধরনকেই মূলত বলা হয় তিফো। বিশালাকারের ব্যানার, মোজাইক বা সমর্থকদের একসঙ্গে করা কোরিওগ্রাফগুলোকেই বলা হয় তিফো। এর মধ্য দিয়ে একটা দলের সমর্থকেরা নিজেদের দলকে উজ্জীবিত করে তোলার চেষ্টা করেন। ‘তিফো’ শব্দটা মূলত ইতালিয়ান ভাষা থেকে এসেছে, যা মূলত টাইফাস জ্বরকে বোঝায়। ১৯৩৫ সালে এ জ্বর ইতালিতে ছড়িয়ে পড়ে। আর এ জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিরা অনেক সময় ঘোরের মধ্যে প্রলাপ বকতে থাকেন কিংবা আবেগে ফেটে পড়েন। ফুটবলে গ্যালারির আবহও তেমন ঘোর তৈরি করে বলেই এ নামের এভাবে জড়িয়ে যাওয়া।

এই তিফোগুলো একেবারে শিকড়হীন কোনো উন্মাদনা নয়। একটা অঞ্চল ও ক্লাবের সংস্কৃতি, তাদের অভ্যাস, প্রথা, রাজনীতি ও জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। আরেকটু বিশেষায়িত করলে ব্যাপারটা এমন, কোনো দলের নির্দিষ্ট সমর্থক গোষ্ঠী যখন নিজেদের একটি সামষ্টিক পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তখন তারা তিফোর আশ্রয় নেন। ১৯৬০ সালের পর এ সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী গ্যালারিগুলোতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। একপর্যায়ে এটি হয়ে উঠে সমর্থকদের আত্মপরিচয়ের প্রতীকও। আর বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কল্যাণে এর জনপ্রিয়তা আরও বেড়েছে।

মাঠে গতিময়তার কারণে ফুটবল তুমুল জনপ্রিয় হলেও বর্ণিল গ্যালারি সেই রোমাঞ্চকে নিয়ে যায় অন্য এক উচ্চতায়। ২০০৮ সালে করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, গোল করার সময় নয়, উপস্থিত দর্শকদের হার্ট রেট বেশি পাওয়া গেছে যখন তারা মাঠে এসে নিজেদের আসনে বসে তখন। এ সময়ই মূলত সমর্থকেরা ক্লাবের প্রতি নিজেদের ভালোবাসা ও নিবেদনকে নানাভাবে সামনে নিয়ে আসেন। আর এর প্রকাশের ভঙ্গি হিসেবে তারা তিফো ব্যবহার করেন। তিফোর অনুপ্রেরণা নানা জায়গা থেকে আসতে পারে। খেলোয়াড়, ক্লাবের ঐতিহ্য, ডার্বির উত্তাপগুলোও এখানে বড় ভূমিকা রাখে। আর এটা একমুহূর্তের সিদ্ধান্তে হয়, এমন কিন্তু নয়। অনেক দিন ধরে পরিকল্পনা করে এবং প্রস্তুতি নিয়ে এসব করা হয়। তবে ঘরোয়া লিগের খেলার চেয়ে ইউরোপিয়ান মঞ্চে এ উন্মাদনা দেখা যায় সবচেয়ে বেশি। আর এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মর্যাদাও। নিজেদের প্রকাশভঙ্গি প্রতিপক্ষের চেয়ে ভালো করতে মরিয়া হয়ে থাকেন সমর্থকেরা। এর মধ্য দিয়ে তাঁরা বোঝাতে চান, মাঠে যাঁরা খেলছেন, তাঁরাই শুধু নন, আমরাও আছি এ লড়াইয়ে। ফুটবলে এ আবেগ বরাবরই অমূল্য। এটা যে সব সময় সমর্থকেরা নিজেদের উদ্যোগে করেন, এমনও নয়। অনেক সময় বড় ম্যাচের আগে কোচ ও খেলোয়াড়েরা সমর্থকদের কাছ থেকে এমন কিছু আহ্বান করেন। এ কারণে সমর্থকদের বলাও হয় দ্বাদশ খেলোয়াড়। তিফো নিয়ে ওপরের কথাগুলো বলার কারণ সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা। এই তিফো দেখা গেছে উয়েফা কনফারেন্স লিগে লেগিয়া ওয়ারশ ও অ্যাস্টন ভিলার ম্যাচে। সেই ম্যাচে ওয়ারশর পোলিশ আর্মি স্টেডিয়ামে লেগিয়ার ‘আল্ট্রাস’ সমর্থকেরা যে তিফোটি নিয়ে এসেছেন, সেখানে ছিল একটি গরিলার ছবি এবং তার নিচে আলাদাভাবে লেখা ছিল‘জঙ্গলে স্বাগতম’। এমন ছবি ও লেখা নিজ দলকে যতটা আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, তেমনি প্রতিপক্ষের শিড়দাঁড়ায় বয়ে দিতে পারে আতঙ্কও। গত পরশুও হয়েছে তাই। অখ্যাত লেগিয়ার বিপক্ষে হেরেই গেছে প্রিমিয়ার লিগের পরিচিত দল অ্যাস্টন ভিলা, যে ক্লাবে খেলেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজের মতো বিশ্বকাপজয়ী তারকাও।

তবে তিফো দিয়েই ‘শত্রুবধ’ হয়েছে, এটা সরাসরি বলা না গেলেও এর প্রভাব যে ব্যাপক ছিল, তা বলায় যায়। আগেই বলা হয়েছে, এটা শুধু নিজের দলকে সমর্থনের প্রতীকই নয়, বরং এর মধ্য দিয়ে সমর্থকেরা বুঝিয়ে দেন যে আমরা দলের পেছনেই আছি। অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষেও ঠিক তেমনটাই হয়েছে। বাজারদর থেকে বাজির দর সব বিবেচনাতেই এ ম্যাচে ফেবারিট ছিল ভিলা পার্কের ক্লাবটিই। এমনকি ম্যাচের আগে লেগিয়ার এক কর্মকর্তা স্বীকার করে নেয় যে শুধু খেলা দিয়ে অ্যাস্টন ভিলাকে হারানো সম্ভব নয়।

এ ম্যাচের আগে লেগিয়ার কোচ কোস্টা রানজিক এ লড়াইকে তুলনা করেছিলেন ডেভিড ও গোলিয়াথের পৌরাণিক লড়াইয়ের সঙ্গে, যেখানে ডেভিড ছিল একজন ১৭ বছর বয়সী এক রাখাল এবং গোলিয়াথ ছিল বিশালাকার এক দানব। কিন্তু সেই দানব গোলিয়াথকে শেষ পর্যন্ত হারিয়ে দেয় ডেভিড। এখানেও হয়েছে তাই। তবে ডেভিড এ যাত্রায় সঙ্গে পেয়েছে ২৭ হাজার সমর্থককে, যাঁরা মাঠের বাইরে বসে ডেভিডের পক্ষ নিয়ে লড়েছে গোলিয়াথের সঙ্গে। এ ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিয়েছেন মূলত ২৭ হাজার সমর্থকই। আরেকটু স্পষ্ট করে বললে, হয়তো সেই গরিলার ছবি ও ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ লেখাটির কথা বলতে হয়। ইংল্যান্ড থেকে পোল্যান্ডে খেলা দেখতে যাওয়া এক ভিলা সমর্থক বলেছেন, ‘ঘরের দর্শকেরা (লেগিয়া সমর্থকেরা) যে আবহ তৈরি করেছে, তা আমার দেখা সেরা।’

এর আগে তিফো নিয়ে বেশ কিছু সমর্থক গোষ্ঠী আলোচনায় এসেছেন। এসি মিলানের সমর্থকদের দেখা গেছে ইতালিয়ান ভাষায় ‘দ্য ডেভিল’ লেখা তিফো প্রদর্শন করতে, যা মূলত ক্লাবটির মাসকট। আবার বার্সেলোনার সমর্থকেরা অনেক সময় ক্যাম্প ন্যুকে পরিণত করে ক্যানভাসে। বিশেষ করে এল ক্ল্যাসিকোর মতো বড় ম্যাচগুলোর সময়। অনেক সময় সেগুলো রাজনৈতিক স্লোগানের আকারেও সামনে আসে। বিশেষ করে স্বাধীন কাতালুনিয়া নিয়ে আন্দোলন যখন তীব্র হচ্ছিল, তখন ক্যাম্প ন্যুতে প্রচুর রাজনৈতিক ব্যানারের দেখাও মিলেছিল।

একইভাবে রাজনৈতিক স্লোগানসংবলিত তিফো নিয়ে হাজির হতে দেখা যায় সেল্টিককেও। তিফো দিয়ে গ্যালারি রাঙিয়ে তোলায় বিখ্যাত বরুসিয়া ডর্টমুন্ডও। ডর্টমুন্ডের ম্যাচে সিগন্যাল ইদুনা পার্ককে প্রায়ই হলদে পাখির রং ধারণ করতে দেখা যায়। সমর্থকদের উন্মাদনার কথা বললে বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই লিভারপুলের সমর্থকদেরও। অ্যানফিল্ডের পরিবেশের কাছে হার মেনে অনেক শক্তিশালী দলকে এখানে আত্মসমর্পণ করতে দেখা গেছে। অবশ্য শুধু এই ক্লাবগুলোর সমর্থকেরাই নন, কমবেশি প্রায় সব ক্লাবের সমর্থকেরাই ধারকবাহক হয়ে তিফো সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিচ্ছেন। এই সংস্কৃতিকে কখনো ফুটবল থেকে আলাদাও হয়তো করা যাবে না বা দূরে রাখা যাবে না। কারণ, তিফো ফুটবলের বাহ্যিক কোনো অলংকার নয়, বরং এটি মিশে আছে খেলাটির অস্তিত্বের সঙ্গেই।

দ্বিতীয় দল হিসেবে তিন সংস্করণের র‍্যাঙ্কিংয়েই শীর্ষে ভারত, এর আগে এই কীর্তি কোন দলের ছিল

পর্থ ঃ সৌরভ গাঙ্গুলী, মহেন্দ্র সিং ধোনি বা বিরাট কোহলির ভারত যা পারেনি, সেটাই করে দেখাল রোহিত শর্মার দল! মোহালিতে গতকাল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে জিতে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছে ভারত। টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে তারা আগেই ছিল। নিজেদের ক্রিকেট ইতিহাসে এবারই প্রথম একসঙ্গে তিন সংস্করণের র‍্যাঙ্কিংয়েই শীর্ষে উঠল ভারত।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে গতকাল জয় পাওয়া ম্যাচে অবশ্য ভারতের নেতৃত্বে ছিলেন না রোহিত। বিশ্বকাপের আগে এই সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচের জন্য বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে ভারতের অধিনায়ককে। তাঁর জায়গায় ভারপ্রাপ্ত অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করছেন লোকেশ রাহুল। এই ম্যাচে রোহিত না থাকতে পারেন, কিন্তু দলটি তো তাঁরই! অনেক দিন ধরে দলকে জেতাতে জেতাতে তিন সংস্করণে একসঙ্গে শীর্ষে ওঠার মতো অবস্থায় নিয়ে আসার নেতৃত্ব তো তিনিই দিয়েছেন।

ক্রিকেট ইতিহাসে দ্বিতীয় দল হিসেবে একসঙ্গে তিন সংস্করণের র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকার কীর্তি গড়ল ভারত। আইসিসির হিসাব অনুযায়ী এর আগে ২০১২ সালে এই কীর্তি গড়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত আর দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া এই কীর্তি নেই আর কোনো দলের। ২০১২ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ড সফর করে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই সফরে তারা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন সংস্করণেই সিরিজ খেলে। হিসাবটা ছিল এ রকম যে দল টেস্ট সিরিজ জিতবে, তারাই এই সংস্করণের র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠবে। ২০ আগস্ট সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জেতে গ্রায়েম স্মিথের দক্ষিণ আফ্রিকা।

প্রথম টেস্ট জয়ের পর দ্বিতীয় টেস্টটি ড্র করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। তৃতীয় টেস্ট খেলতে নামার আগে ২০১২ সালের ৮ আগস্ট টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ওঠে প্রোটিয়ারা। ২৪ আগস্ট প্রথম ওয়ানডে ফলের মুখ দেখেনি। ২৮ আগস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে জিতে এই সংস্করণেরও শীর্ষে ওঠে দক্ষিণ আফ্রিকা। এভাবেই একসঙ্গে তিন সংস্করণেই র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ স্থানে ছিল স্মিথের দল।

ভারত অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চলমান সিরিজের পরের দুটি ম্যাচ হারলে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ স্থান থেকে নেমে যেতে পারে। আর তারা যদি সিরিজটি জিতে যায়, তাহলে তিন সংস্করণের শীর্ষ দল হিসেবেই বিশ্বকাপে যেতে পারবে।

মেসি-নেইমারের বিদায়ে পিএসজি কি আরও ভালো দল হয়ে উঠছে

প্যারিস ঃ লিওনেল মেসি ও নেইমারের বিদায়ে নতুন এক যুগে প্রবেশ করেছে পিএসজি। লিগে এ দুজনকে ছাড়া শুরুটা ভালো না হলেও চ্যাম্পিয়নস লিগে কিন্তু দারুণভাবে যাত্রাটা শুরু করেছে প্যারিসের ক্লাবটি। গত মঙ্গলবার রাতে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে তারা হারিয়েছে ২-০ গোলে। এ জয়ে ‘মৃত্যুকূপ’ খ্যাত গ্রুপে শুরুতেই সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে গেল পিএসজি।

বরুসিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটিতে পিএসজি বেশ দাপটের সঙ্গে খেলেছে। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণও ছিল তাদের কাছেই। সব মিলিয়ে জয়ের পাশাপাশি পিএসজির পারফরম্যান্স ছিল মুগ্ধতা ছড়ানো। এই ম্যাচে পিএসজির এমন পারফরম্যান্স দেখে আশাবাদী হচ্ছেন সমর্থকেরাও। এদিকে মেসি-নেইমারের স্মৃতিকে পেছনে ফেলে পিএসজিকে নতুনভাবে গড়ে তোলার কাজ করছেন স্প্যানিশ কোচ লুইস এনরিকে। নিজের কৌশল ও পরিকল্পনাকে দলের খেলায় অনুবাদ করার চেষ্টা করছেন এই কোচ। তবে এখনো যে পুরোপুরি ধারাবাহিক হতে পারেননি, তা সাম্প্রতিক ফলেই স্পষ্ট।

ফুটবলভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য অ্যাথলেটিকও নিজেদের বিশ্লেষণে দেখিয়েছে এনরিকে কীভাবে তাঁর আগের দল স্পেনের চেয়ে পিএসজিকে আলাদা করে তুলছেন। অ্যাথলেটিকের বিশ্লেষক লিয়াম থার্মে লিখেছেন, ‘লুইস এনরিকের অধীনে পিএসজি মাত্র ৬টি ম্যাচ খেলেছে। তবে এর মধ্যে তিনি আগের স্পেন দলের চেয়ে ভিন্ন একটি অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। আগের দলের মতো এ দলেরও আছে বলের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং পজেশন ধরে রেখে খেলার আকাঙ্ক্ষা।’ তবে এই খেলাকে কাজে লাগিয়ে ফল নিজেদের পক্ষে আনতে হবে বলেও মন্তব্য করেছেন লিয়াম।

এ সময় মেসি-নেইমারের পিএসজির সঙ্গে এই দলের পার্থক্য তুলে ধরে লিয়াম বলেছেন, ‘আগের এমবাপ্পে, মেসি, নেইমারকে নিয়ে খেলার যে ধরন, সেটি ৩-৪-৩ ফরমেশন। এতে সামনের দিক (আক্রমণভাগ) খুবই ভারী হয়ে উঠেছিল। তারা প্রচুর গোল করত। কিন্তু রক্ষণ সামলানোর দিক থেকে তারা কিছুই করতে পারত না। কোনো কৌশল ছাড়া তারা ম্যাচ জিতত, শুধু ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের ওপর ভর করে। ফলে একাধিকবার চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলো থেকে বিদায় নিয়ে ভুগতেও হয়েছে তাদের।’

এখন অবশ্য ব্যক্তিগত চমকের পরিবর্তে একটি দল হিসেবে খেলার চেষ্টা করছে পিএসজি। পরিবর্তিত কৌশলের কারণে লিগে কিছুটা ভুগতে হচ্ছে তাদের। কিন্তু উন্নতির ছাপ স্পষ্ট। বিশেষ করে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচটিতে একটি দল হিসেবেই পারফর্ম করেছে তারা, যা এখন লিগেও ফেরানোর অপেক্ষা। এর বাইরে লাঁস এবং অলিম্পিক লিওঁর বিপক্ষে ম্যাচেও পিএসজি তাদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছে।

ফ্রেঞ্চ লিগ ‘আঁ’তে পিএসজির পরের ম্যাচ খেলবে মার্শেইয়ের বিপক্ষে। সোমবার বাংলাদেশ সময় রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে মুখোমুখি হবে এই দুই দল।

যে ১০টি প্রাণীর বিচিত্র সব বৈশিষ্ট্য আপনাকে অবাক করবে

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক): প্রত্যেকটি প্রাণীর কিছু না কিছু বিশেষ দক্ষতা রয়েছে যেটা তার টিকে থাকার মূল শক্তি। কিন্তু এর মধ্যে কিছু এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা বিস্ময়ের জন্ম দেয়। বিবিসি ফোর এমন দশটি প্রাণীর বিস্ময়ের সন্ধান করেছে।

১. পেঙ্গুইন

পেঙ্গুইন পাখি শ্রেণীভুক্ত হলেও এটি উড়তে পারে না। কিন্তু খর্বকায় এই প্রাণী সমুদ্রের ৫৫০ মিটার গভীর পর্যন্ত সাঁতরে যেতে পারে। নিশ্বাস বন্ধ রাখতে পারে টানা ২০ মিনিট।

পেঙ্গুইনের বসবাস যেহেতু বরফ ঢাকা মেরু অঞ্চলে তাই তার শরীর উষ্ণ রাখা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

এমনিতে পেঙ্গুইন মাইনাস ৭০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মতো হিমশীতল তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে।

প্রাথমিকভাবে তাদের লোম শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। এর পালকগুলো খুবই ঘন যেকোনো পাখির চেয়ে তিনগুণ বেশি।

কিন্তু শরীরে বাড়তি চর্বি থাকলে এই ঠান্ডা সহ্য করা আরও সহজ হয়।

তাই মেদ বাড়াতে পেঙ্গুইনকে বেশি বেশি শিকার করতে হয়। যে পেঙ্গুইন জলের যতো গভীরে যেতে পারে ততো বেশি মাছ পায়।

২. ভালুক

ভালুকরা প্রতিবছরের একটি লম্বা সময় শীতনিদ্রায় থাকে। এসময় তারা কোন কিছু শিকার করে না, খায় না। তেমন চলাফেরাও করে না।

অথচ বছরের বাকি সময় দিনের ২০ ঘণ্টাই তারা কাটায় শিকার করে। মাত্র চার ঘণ্টা বিশ্রাম করে।

এই শিকার করার বড় কারণ হল শীতনিদ্রায় ভালুকের বেঁচে থাকতে প্রচুর ক্যালোরি সঞ্চয় থাকা প্রয়োজন।

তাই বাকি সময় ভালুক প্রতিদিন এক লাখ ক্যালোরি পর্যন্ত খেয়ে থাকে। যা ১,২৮২ টি ডিমের ক্যালোরির সমান।

এই খাবার জোগাড় করতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয় ভালুক। একটি মেরু ভালুকের বিচরণক্ষেত্র তিন লাখ বর্গ কিলোমিটার যার আয়তন পুরো ভারতের চাইতেও বড়।

৩. সিংহ

প্রাণীজগতের সবচেয়ে বড় শিকারি হল বিগ ক্যাটস যার মধ্যে রয়েছে সিংহ, বাঘ, চিতা, লেপার্ড, জাগুয়ার, কুগার।

এর মধ্যে সিংহের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তারা দলবেঁধে শিকার করে এবং নিজেদের চাইতে বড় প্রাণীকে পরাভূত করে। এই শিকারের দক্ষতা সিংহের শক্তি থেকে নয়, বরং আসে বুদ্ধি থেকে।

সিংহের মস্তিষ্কে উন্নত ফ্রন্টাল কর্টেক্স রয়েছে। মস্তিষ্কের এই অংশটি কাজে লাগিয়ে সিংহ শিকারের কৌশলগত পরিকল্পনা করে থাকে।

ফ্রন্টাল কর্টেক্স মূলত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমস্যা সমাধান এবং সামাজিক আচরণ নিয়ে কাজ করে।

আর এই ফ্রন্টাল কর্টেক্স পুরুষ সিংহের চাইতে নারী সিংহের বেশি বড় থাকে। এ কারণে আফ্রিকা অঞ্চলে সিংহীদের দলবেঁধে শিকার করতে দেখা যায়।

এই কৌশলী বুদ্ধির কারণেই বনের রাজার তকমাটাও পেয়ে থাকে সিংহ।

৪. পিঁপড়া

পিঁপড়াদের উপনিবেশকারী বা কলোনাইজার বলা হয়। কারণ তারা লাখ লাখ সংখ্যায় ঝাঁক বেঁধে কলোনি করে থাকে। এই পিঁপড়াদের একদল থাকে শ্রমিক। তাদের কাজ কলোনির রানী ও শিশুদের জন্য খাবার সংগ্রহ করা। পিঁপড়ার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তাদের শক্তি। এরা নিজেদের ওজনের চাইতে পাঁচ হাজার গুণ বেশি ওজন বহন করতে পারে।

পিঁপড়ার ফুসফুস ও কান নেই। শরীরের দুই পাশের ছিদ্র দিয়ে তার শ্বাস নেয় এবং ভাইব্রেশনের সাহায্যে শব্দ শুনে থাকে। তাদের পাকস্থলী দুটি। একটি খাবার খাওয়ার জন্য আরেকটি খাবার জমানোর জন্য।

পিঁপড়ার আরেকটি বৈশিষ্ট্য তারা পেশায় কৃষক এবং পশুপালনকারী। তারা তাদের চেয়ে ছোট পতঙ্গ অ্যাফিডসদের লালন পালন করে থাকে।

এরা নিজেদের ঘরে অ্যাফিডস বা জাবপোকাদের আশ্রয় দেয় যেন তাদের প্রয়োজনে খেতে পারে আবার এই

কীটগুলো পাতা থেকে যে হানিডিউ বের করে পিঁপড়া যেন সেগুলোও খেতে পারে।

বিশ্বে মোট পিপড়ার সংখ্যা এক ট্রিলিয়নের বেশি। সহজভাবে বললে বিশ্বের সব মানুষের ওজন এবং সব পিপড়ার ওজন সমান সমান।

৫. শিয়াল

লাল শিয়ালের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এটি শিকার করতে পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্র কাজে লাগায়। এজন্য তারা ব্যবহার করে ক্রিপ্টোক্রোম নামক চোখের প্রোটিন।

বিজ্ঞানীরা বলছেন এই প্রোটিনের মাধ্যমে তারা হয়তো পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্র দেখতে পারে।

শিকার যদি ঘন বরফ বা ঘন ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকে তাহলে চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সাহায্যে শিকারের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারে শিয়াল। এই বিশেষ কৌশল ব্যবহার করে লাফিয়ে সে শিকার পাকড়াও করে।

৬. হাতি

জলের উৎস খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে প্রাণী জগতের বিশেষজ্ঞ হল হাতি। কোথাও বৃষ্টি হলে এরা কয়েকশ মাইল দূর থেকে তারা টের পায়। বৃষ্টির সময় অল্প ফ্রিকোয়েন্সিতে যে শব্দ হয় তারা সেটা শুনতে পায় যেটা কিনা মানুষের বোঝার সক্ষমতা নেই।

অন্য স্তন্যপায়ীদের মতো হাতি কখনও ঘামে না। শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে হাতি ব্যবহার করে তার লোম এবং বিশাল কান দুটোকে।

শরীরের লোম অন্য প্রাণীদের শরীরকে গরম রাখলেও হাতির ক্ষেত্রে কাজ করে উল্টো। এই লোমগুলো শরীরের ভেতরের গরমকে বাইরে বের করে দেয়।

এছাড়া হাতির বড় বড় কান এদের শরীরকে ঠান্ডা রাখে। হাতির কানে বড় বড় রক্তনালী থাকে তাই কান নাড়ালে রক্তসঞ্চালন বাড়ে ও শরীর শীতল হয়।

এছাড়া এই কান অনেকটা ফ্যানের মতোও কাজ করে।

৭. এপজাতীয় প্রাণী

এপজাতীয় প্রাণী, যেমন শিম্পাঞ্জি বা গরিলাকে প্রাণীজগতে বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে ধরা হয়। এদের কোন কোন প্রজাতির মস্তিষ্কের মাঝামাঝি সেরিবেলাম নামে যে অংশ রয়েছে সেটি বানরের তুলনায় ৪৫ বড় হয়ে থাকে।

অন্য প্রাণীরা সাধারণত খাবার খেতে বা যেকোনো কাজ করতে একইভাবে দুই হাত ব্যবহার করে। কিন্তু এপ মানুষের মতো দুই হাত দিয়ে দু রকম কাজ করতে পারে।

বানরের সাথে এপের একটি মূল পার্থক্য হলো, এদের লেজ থাকে না।

সম্প্রতি গবেষকরা দেখেছেন শিম্পাঞ্জি এক হাত দিয়ে বাদাম ধরে আরেক হাত দিয়ে কাঠের গুড়ি দিয়ে সেটি ভাঙার চেষ্টা করছে।

বিষয়টিকে যতোটুকু স্বাভাবিক মনে হচ্ছ আসলে ততোটাই জটিল।

এই যে আমরা এক হাতে বোতল ধরে আরেক হাতে ঢাকনা খুলছি। একহাতে পেরেক ধরে সেটি হাতুড়ি দিয়ে বিধে দিচ্ছে। এ ধরণের কাজ করতে অনেক শক্তিশালী মস্তিষ্কের প্রয়োজন, যেটা এই প্রাণীদের আছে।

৮. কুমির

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি চোয়ালের জোর আছে যে প্রাণীর সেটি হল কুমির। বিশেষজ্ঞরা বলছেন কুমিরের চোয়াল দুই হাজার কিলোগ্রাম শক্তিতে তার শিকারকে ঘায়েল করে।

আর একবার চোয়াল খুলে বন্ধ করতে তার সময় লাগে মাত্র ৫০ মিলি সেকেন্ড। অর্থাৎ চোখের পলক ফেলার চেয়ে ছয় গুণ দ্রুত। অথচ কুমিরের পুরো শরীর বিশেষ করে তার চোয়াল ভীষণ সংবেদনশীল। মানুষের আঙ্গুলের আগার চাইতেও ১০ গুণ বেশি।

এই সংবেদনশীল শরীরের সাহায্যে কুমির স্থির জলেতে ২০ মিটার দূরে তার শিকারের অবস্থান টের পায়।

এছাড়া জলের নীচে কুমির তার কান ও নাকের ছিদ্র বন্ধ রাখতে পারে। জল থেকে রক্ষায় চোখের ওপরে থাকে আলাদা একটি পর্দা। তাছাড়া কুমিরের পাকস্থলী পাথরও হজম করতে পারে।

৯. ডলফিন

পৃথিবীতে যতো ডলফিন আছে তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নাম বা সিগনেচার শব্দ রয়েছে। সেই শব্দ দিয়ে তারা নিজেদের পরিচয় দেয়।

এছাড়া ডলফিনের সবচেয়ে বড় দক্ষতা হল এরা তুখোড় বুদ্ধিমান। সেইসাথে তারা দলবেঁধে সফলভাবে শিকার করে। ডলফিনের মস্তিষ্কের সেরিবেলাম এবং সেরেব্রাল কর্টেক্স দুটি অংশ বেশ উন্নত। এ কারণে ডলফিন দূর থেকে শিকারের অনুসন্ধান, পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো বিভিন্ন জটিল কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

ডলফিন মাছ ধরে ধরে শিকার করে না। বরং তারা এক ঝাঁক মাছকে ফাঁদে ফেলে। প্রথমে দূর থেকে তারা মাছের ঝাঁকের অবস্থান শনাক্ত করে, তারপর জলেতে লেজের ঝাপটা দিয়ে কাদা তুলে একটি প্রাচীরের মতো তৈরি করে। এতে মাছের ঝাঁক কাঁদার ঘোলা জল দেখে বিভ্রান্ত হয়ে আটকা পড়ে আর লাফাতে থাকে। আর ডলফিন একের পর এক মাছ খেতে থাকে।

১০. শিকারি পাখি

শিকারি পাখিদের নখরযুক্ত এই পা'কে বলা হয় ট্যালন। পাখিরা তাদের শিকারের প্রায় ৮০ শতাংশ কাজ এই ট্যালনের সাহায্যেই ধরে থাকে। শিকার ধরার সময় নখরগুলো অনেকটা মাছ ধারা বড়শির মতো কাজ করে। ট্যালনের নীচে থাকা প্রেশার সেনসিটিভ প্যাড এবং স্পাইক পিচ্ছিল শিকারকেও শক্তভাবে আঁকড়ে রাখতে পারে। এবং একবার ট্যালনে শিকার বিঁধলে সেটি একদম লক হয়ে যায়।

এতো দূর থেকে শিকারি শনাক্ত করতে তারা কাজে লাগায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শক্তি। শিকারি পাখিরা একই সময়ে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রকে ফোকাসে করতে পারে।

সেইসাথে শক্তি যোগায় তাদের গতি। একটি পেরিগ্রিন ফ্যালকন ঘণ্টায় ৩২০ কিলোমিটার গতিতে শিকারকে ঘায়েল করে। এজন্য আগে তারা ওপরে উঠে শিকার শনাক্ত করে।

তারপর ডানা গুটিয়ে জেট প্লেনের মতো শো করে নীচে নেমে শিকার ধরে তারপর ডানা মেলে নিয়ে যায়।

টুকরো খবর

বাংলাদেশের ইলিশ নিয়ে যে সমস্যা ভারতের মাছ ব্যবসায়ীদের

কলকাতা ঃ বাংলাদেশ থেকে ভারতে যে প্রায় চার হাজার মেট্রিক টন ইলিশ পাঠানো হবে, সেই আমদানির সময়সীমা একেবারেই অপ্রতুল বলে মনে করছেন ভারতের ইলিশ আমদানিকারকরা। তারা বলছেন ইলিশ ধরার ওপরে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বাংলাদেশ, ভারতে আমদানির সময়সীমার মধ্যেই সেটা শুরু হয়ে যাবে। তাই তারা প্রকৃতপক্ষে মাত্র ২২ দিন সময় পাবেন এই বিপুল পরিমাণ ইলিশ আনতে। ইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পরে যাতে বাকি পরিমাণ ইলিশ আনা যায়, সেই অনুরোধ করে কলকাতার বাংলাদেশ উপদূতাবাসকে চিঠি পাঠিয়েছেন তারা। বৃহস্পতিবার রাতে বাংলাদেশি ইলিশের প্রথম চালানটি কলকাতায় পৌঁছেছে এবং শুক্রবার থেকেই তা কলকাতার বাজারে বিক্রি হতে শুরু করেছে। দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে এবছর ৩৯৫০ মেট্রিক টন ইলিশ ভারতে রপ্তানি করার অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এবছর দুর্গাপুজো ২১শে অক্টোবর থেকে ২৪শে অক্টোবর। সেই সময়ে বাংলাদেশে ইলিশ ধরার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে, ভারতে আমদানি হওয়ার সম্ভাবনাও কম। তাই পুজোর মধ্যে বাংলাদেশের ইলিশ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পাতে পড়বে না বলেই মনে করা হচ্ছে।

মাছ আমদানিকারক এবং পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দারা দুর্গাপুজোর সময় বাংলাদেশের ইলিশ পাবেন ভেবে খুবই আহ্লাদিত হয়েছিলেন। কিন্তু যেদিন ভারতে রপ্তানির নির্দেশনামা জারি করেছে বাংলাদেশ সরকার, সেই একই দিনে তারা ১২ই অক্টোবর থেকে ২রা নভেম্বর পর্যন্ত ইলিশ ধরার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কলকাতার ফিশ ইম্পোর্টার্স এসোসিয়েশন বলছে, এমনিতেই প্রায় চার হাজার মেট্রিক টন ইলিশ বাংলাদেশ সরকারের নির্ধারিত ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে আমদানি করা কঠিন ছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে ইলিশ ধরার ওপরে নিষেধাজ্ঞা শুরু হচ্ছে ১২ই নভেম্বর থেকে। তার মানে আমরা আমদানি করার সময় পাব ১১ই নভেম্বর পর্যন্ত। এই কয়েকদিনে এত ইলিশ কীভাবে আনা যাবে? প্রশ্ন এসোসিয়েশনের সচিব সৈয়দ আনোয়ার মকসুদের। তার কথায়, প্রাথমিক ভাবে প্রায় চার হাজার মেট্রিক টন ইলিশ আনার অনুমোদনের সময়সীমা ছিল ৪০ দিনের। এখন তো সেটা দাঁড়াচ্ছে মাত্র ২২ দিনে। এদেশের আমদানিকারক আর বাংলাদেশের রপ্তানিকারক - উভয় পক্ষেই তো এত মাছ আনা বা পাঠানো অসম্ভব। তাই আমরা আবেদন করেছি যে ১১ই অক্টোবর পর্যন্ত ইলিশ আসুক, আর ৩৯৫০ টনের মধ্যে যতটা বাকি থাকবে, সেটা যেন নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পরে, ৩রা নভেম্বর থেকে আবারও চালু করা যায়, বলছিলেন মি. মকসুদ। এই আবেদন জানিয়ে তারা কলকাতার বাংলাদেশ উপদূতাবাসকে একটি চিঠিও দিয়েছেন। উপদূতাবাসের প্রেস সেক্রেটারি রঞ্জন সেন জানিয়েছেন যে চিঠিটা তারা পেয়েছেন এবং সেটি ঢাকায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে তারা পাঠিয়ে দেবেন। বৃহস্পতিবার রাতে বেনাপোল, পেট্রাপোল পেরিয়ে বাংলাদেশি ইলিশের প্রথম চালানটি এসেছে হাওড়ায়। সেখানেই পূর্ব ভারতে সবথেকে বড় মাছের পাইকারি বাজার। পাইকারি হারে শুক্রবার এক কেজি ওজনের ইলিশ মাছ বিক্রি হয়েছে ১২শো থেকে ১৩শো টাকা দরে। আর একটু কম ওজনের মাছের পাইকারি দর ছিল আটশো থেকে ন'শো টাকার মধ্যে। ওই মাছই উত্তর কলকাতার শোভাবাজারে বিক্রি হয়েছে এক কেজি ওজনেরগুলি ১৭-১৮শো টাকায় আর ১২শোসাড়ে ১২শো গ্রামের মাছের দাম ছিল দুই হাজার টাকা। আশা করা যাচ্ছে শনিবার আর রবিবার কলকাতার সব বাজারে ঢেলে ইলিশ পাওয়া যাবে। তবে তার দাম কীরকম হতে পারে, সে সম্বন্ধে এখনই কোনও ধারণা দিতে পারছেন না মাছ ব্যবসায়ীরা।

দুর্গাপুজোর সময়ে ইলিশ মাছ খাওয়ার একটা চল রয়েছে বাঙালিদের মধ্যে। আর পদ্মার ইলিশ নিয়ে সব বাঙালির মতো পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদেরও সেন্টিমেন্ট আছে। বাঙালি হোটেল রেস্তরাঁয় তো বটেই, অনেক পশ্চিমা কায়দার হোটেলেও দুর্গাপুজোর স্পেশাল মেনুতে ইলিশের পদ থাকে। আবার পূর্ববঙ্গীয়দের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজোর দিনে জোড়া ইলিশ খাওয়ার চল রয়েছে। সে দিনই ইলিশ খাওয়া বন্ধ হয়ে যায় প্রজননের সময় শুরু হয় বলে, আবার জানুয়ারির শেষ বা ফেব্রুয়ারিতে সরস্বতী পুজোর দিনে ইলিশ খাওয়া শুরু হয়। তবে এমন বহু পরিবারই রয়েছে যারা এই আচার না মেনে যে কোনও সময়েই ভাল ইলিশ পাওয়া গেলে খেয়ে থাকেন। তবে এবছর সম্ভবত দুর্গাপুজোর সময়ে পাতে ইলিশ থাকবে না। খাদ্যইতিহাসের গবেষক ও লেখক নীলাঞ্জন হাজরা বলছেন, এই সময়ে যে ইলিশ ধরার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, তার একটা বৈজ্ঞানিক কারণ আছে, সেটা বুঝতে হবে। এটা হল ইলিশের ডিম পাড়ার সময়। তখন ইলিশ তো ধরা একেবারেই উচিত নয়। যদি ইলিশের প্রজননের সময়তেই দুর্গাপুজো পড়ে যায়, কী আর করা যাবে, দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু তো বলার নেই। এবছর না হয় দুর্গাপুজোয় বাঙালি ইলিশ বাদই দিল। ভবিষ্যতে যাতে আরও ভাল স্বাদের ইলিশ পাওয়া যায়, তার জন্যই এই স্যাক্রিফাইসটা করতে হবে বাঙালিকে, বলছিলেন মি. হাজরা। তার কথায়, আমরা বরং ইলিশ না পাওয়ার এই ব্যাপারটাকে একটা জনমত তৈরির কাজে লাগাতে পারি। বেআইনিভাবে বহু খোকা ইলিশ ধরা আর বিক্রি করা হয়, যেটা ইলিশের স্বাদ আরও ভাল হওয়ার জন্য একেবারেই করা উচিত নয়। আবার প্রজননকালীন নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও অনেকে চোরাগোপ্তা ইলিশ ধরেন, আর কেনেন। এগুলো যাতে না হয়, তার জন্য একটা জনমত গঠন করা হোক না এবছর পুজোতে ইলিশ বাদ রেখে, বলছিলেন মি. হাজরা। পশ্চিমবঙ্গে মূলত ইলিশ আসে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ডায়মণ্ড হারবার এলাকার মাছের আড়ত থেকে। সুন্দরবন অঞ্চলের নদনদীগুলির সেই ইলিশ এবছর ১৪ই জুলাইতে হাজার টন উঠেছিল। তার পর থেকে আর ইলিশ আসে নি বাজারে। খাদ্যলেখক ও সাংবাদিক সুরবেক বিশ্বাস বলছিলেন, ওই একটা ঝাঁকের পরে ডায়মণ্ড হারবার থেকে আর ইলিশ আসে নি একদম। এর মধ্যে একটা ইলিশ এসেছিল উড়িষ্যার কাসফল নদের, সেটা খুবই ভাল স্বাদ হয়েছিল। আর দীঘাতে যে ইলিশ পাওয়া যায় সেটা সমুদ্রের মাছ, একেবারেই স্বাদ নেই, তবুও ওই জুলাইতেই একবার ৫০ টন মাছ এসেছিল। তার কথায়, তারপর থেকে বাজার থেকে ইলিশ উবে গেছে। তাই বাঙালি রেস্তরাঁগুলোতে ইলিশের দামও বেড়ে গেছে অনেকটা। আগে কলকাতার ভাল হোটেলরেস্তরাঁয় যেখানে একপিস ইলিশের কোনও পদের দাম মোটামুটি তিন থেকে সাড়ে তিনশো টাকা ছিল, এখন পাঁচশোর কমে কোনও ইলিশের পদ নেই। এই ঘাটতিটাই পূরণ করতে পারত বাংলাদেশের ইলিশ। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে এবারে ইলিশ খাওয়াই হবে না সেভাবে, বলছিলেন মি. বিশ্বাস।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
রবিবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
24:09:2023

নির্বাচনকালীন ‘নির্দলীয় সরকারের’ মেয়াদ কতদিন চায় বিএনপি?

ঢাকা : বাংলাদেশে গত দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনে আছে বিএনপি। সরকার পতনের আন্দোলনে আসার কারণ হিসেবে দলটির নেতারা বলছেন, নির্বাচনের সময় একটি নির্দলীয় সরকার না থাকলে অবাধ নির্বাচন সম্ভব নয়। কিন্তু একটি অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য দলটি নির্বাচন কমিশন এবং সরকারের যেসব সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে, সেটি বেশ সময়সাপেক্ষ। বিএনপি নির্বাচন পরিচালনার জন্য দুই-তিন মাস নয়, বরং এক বছর বা তারও বেশি মেয়াদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চায় কিনা রাজনৈতিক অঙ্গনে এখন সেই প্রশ্ন উঠছে। এমনকি বিএনপি যে নির্দলীয় সরকারের কথা বলছে তার বিস্তারিত কোন রূপরেখা দেয়া হয়নি তাদের পক্ষ থেকে। সেই সরকারে কারা থাকবেন সেটাও স্পষ্ট নয়। বিএনপি সম্প্রতি যে আন্দোলন শুরু করেছে সেটার সূত্রপাত এক বছর আগে। গত বছরের অগাস্টে বিএনপি দেশজুড়ে প্রতিবাদ সমাবেশ এবং বিক্ষোভ শুরু করে। তবে তখন সেসব বিক্ষোভের মূল দাবি ছিল জ্বালানি ও দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির প্রতিবাদ। গত বছরের ২২শে অগাস্ট থেকে শুরু হয়ে সেসব কর্মসূচি চলে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। বিএনপি'র বিক্ষোভে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নেতাকর্মীর উপস্থিতিও দেখা যায়।

আফগানভিত্তিক পাকিস্তানি জঙ্গিদের তৎপরতা ‘প্রতিরোধ’করার অঙ্গীকার করেছে তালিবান

ইসলামাবাদ (এজেন্সী) : আফগানিস্তানের তালিবান, প্রতিবেশী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনাকারী জঙ্গিদের তৎপরতা ‘বন্ধ করতে’ ‘সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ’ নেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। শুক্রবার বিভিন্ন কূটনৈতিক সূত্র ভয়েস অফ আমেরিকাকে একথা জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার কাবুলে তালিবানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকী একটি দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের আয়োজন করেন। সেখানে তিনি উচ্চ-পর্যায়ের পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলকে এই নিশ্চিয়তা দেন। আলোচনা সংশ্লিষ্ট গোপন সূত্র একথা জানিয়েছে।

আফগানিস্তান বিষয়ক পাকিস্তানের বিশেষ প্রতিনিধি আসিফ দুররানি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা এবং অন্য কর্মকর্তারা এই প্রতিনিধি দলে রয়েছেন। পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রাণঘাতী হামলার মধ্যে, এই সফর অনুষ্ঠিত হয়।

নিষিদ্ধ ঘোষিত তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান বা টিটিপি বেশিরভাগ সহিংসতার দায় স্বীকার করেছে। ইসলামাবাদ মনে করে, আফগানিস্তানে আশ্রয় নেয়া টিটিপি নেতা এবং যোদ্ধারা এসব আন্তসীমান্ত হামলা চালাচ্ছে। দুই বছর আগে কাবুলে তালিবান ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ ধরণের হামলা জোরদার হয়েছে।

গত বছর প্রায় প্রতিদিন টিটিপির হামলা চালিয়েছে। আর, এসব হামলায় শত শত পাকিস্তানি পুলিশ ও সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

সূত্রগুলো ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেছে, বৃহস্পতিবারের আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু ছিলো টিটিপিগোষ্ঠীটি পাকিস্তানি তালিবান নামেও পরিচিত। বৈঠকে, সীমান্ত নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের মধ্যে,নিয়মিত পরামর্শ সভাঅনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়েছে।দুই দেশের মধ্যে ২৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে।

তালিবান এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, তারা অন্য দেশের জন্য হুমকি প্রদান করে এমন কাউকে আফগানিস্তানের মাটি ব্যবহার করার অনুমতি দেয় না ।

যুক্তরাষ্ট্র টিটিপি-কে একটি বৈশ্বিক সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

২০ বছরের আফগান যুদ্ধ অবসান করে, ২০২১ সালের আগস্টে যুক্তরাষ্ট্র ও নেটোর সকল সৈন্য প্রত্যাহার করার একদিন পর,তৎকালীন তালিবান বিদ্রোহীরা দেশটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।

ভারতের বিরুদ্ধে কানাডার অভিযোগকে গুরুত্ব দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, জানালেন প্রেসিডেন্ট বাইডেনএর উপদেষ্টা

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনএর আমন্ত্রণে দু'মাস আগে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে সে দেশ সফর করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেপ্টেম্বর ৯ ও ১০ তারিখ রাজধানী দিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিয়ে গিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাকে নিজের বাড়িতে নৈশভোজে আপ্যায়ন করেছেন। আগামী বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রেসিডেন্ট বাইডেনকেই বিশেষ অতিথি হিসাবে পেতে আগ্রহী মোদী সরকার। কিন্তু দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের এই সব ইতিবাচক অগ্রগতি কোনওভাবেই ছায়া ফেলবে না ভারতের বিরুদ্ধে কানাডার তোলা অভিযোগের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনএর উপদেষ্টা জাকে সুল্লিভান যুক্তরাষ্ট্রের এই অবস্থানের কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। উপদেষ্টার সাফ কথা তারা কানাডার অভিযোগকে গুরুত্ব দিচ্ছে। শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডের পিছনে ভারত সরকারের এজেন্সির হাত আছে বলে সে দেশের সংসদে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। এই প্রসঙ্গেই প্রেসিডেন্ট বাইডেনএর উপদেষ্টার মন্তব্য, এই ধরনের অভিযোগের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ সম্পর্কের জন্য কোনও দেশকে ছাড় দিই না। আমরা আমাদের অবস্থান রক্ষা করে চলি প্রসঙ্গত, হোয়াইট

হাউসের মুখপাত্র আগেই জানিয়েছেন, কানাডার প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগকে যুক্তরাষ্ট্র গুরুতর বলে মনে করে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন চায় অভিযোগের তদন্তে ভারত পূর্ণ সহযোগিতা করুক।

সুল্লিভান হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের বলেন, কানাডার অভিযোগ আমাদের জন্য উদ্বেগের বিষয়। এই ধরনের অভিযোগকে আমরা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করি। এই ধরনের ঘটনায় আমরা আক্রান্ত দেশের পাশে থাকি। আর আমরা তা করি দেশ নির্বিশেষে।

প্রেসিডেন্ট বাইডেনের উপদেষ্টার বক্তব্য, এ ধরনের অভিযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়ের প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, দেশ নির্বিশেষে আমরা পাশে দাঁড়াই এবং আমাদের মৌলিক নীতিগুলি রক্ষা করি।

এখানে উল্লেখযোগ্য হল যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়ের মধ্যে গোয়েন্দা তথ্য আদানপ্রদান অন্যতম। কানাডা -যুক্তরাষ্ট্র- ফ্রান্স -ব্রিটেন -অষ্ট্রেলিয়া-এই পাঁচ দেশের ফাইভ আই'স বোঝাপড়ার অন্যতম হল প্রত্যেক দেশ অপরাধের তদন্তে একে-অপরকে সহায়তা করবে। কানাডার দাবি, তারা হরদীপ হত্যাকাণ্ডের তদন্তে তাদের দেশের গোয়েন্দা তথ্য বাকি চার দেশকে দিয়েছে। যদিও অভিযোগের আঙুল তুলে যে দেশের কাছ থেকে তদন্তে সহযোগিতা করার কথা বলা হচ্ছে সেই ভারত সরকারের দাবি কানাডা প্রশাসন হরদীপ হত্যার তদন্ত নিয়ে কোনও তথ্য দেয়নি। বরং নিহত হরদীপ যে ভারতে নানা অপরাধ করে কানাডায় গিয়ে রয়েছে সে ব্যাপারে ভারত সরকার ২০১৮ সালে ট্রুডো প্রশাসনকে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছিল।

ভারতের সাথে রুপিতে লেনদেন ব্যবসায়ীদের কতটা কাজে আসছে?

ঢাকা (এজেন্সী) : ভারতের সাথে বাণিজ্যে রুপিতে লেনদেনের জন্য বাংলাদেশের আরো দুইটি বেসরকারি ব্যাংককে অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। নতুন অনুমতি পাওয়া ব্যাংক দুইটি হচ্ছে - ইসলামি ব্যাংক ও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক। এর আগে চলতি বছরের জুলাই মাসে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে রুপির ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক শুরুতে সোনালি ব্যাংক ও ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডকে এই কার্যক্রমে যুক্ত করে। যদিও চুক্তি অনুযায়ী টাকা ও রুপি দুটি মুদ্রা ব্যবহার করেই লেনদেনের ব্যাপারে সম্মত হয়েছে দুই দেশ, তবে আপাতত শুধু রুপিতেই লেনদেন হচ্ছে।

তবে জুলাই মাসে এই কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক শুরু হলেও, মাত্র গত সপ্তাহেই রুপি ব্যবহার করে আমদানি ও রপ্তানি করেছে বাংলাদেশের দুটি কোম্পানি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ভারত থেকে বছরে প্রায় ১৪ বিলিয়ন বা ১৪০০ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করে বাংলাদেশ। বিপরীতে দুই বিলিয়ন বা দুইশো কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ। আর শুধুমাত্র এই রপ্তানির অঙ্কটাই রুপিতে লেনদেন করা যাবে, এর বাইরে আমদানির বাকি অর্থ শোধ করতে হবে ডলারে। কিন্তু রুপিতে লেনদেনের এই ব্যবস্থা বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের কতটা কাজে আসছে?

ব্যবসায়ীরা সাধারণভাবে মনে করেন, রুপিতে লেনদেনের ব্যবস্থা হওয়ায় আপাতত তাদের ডলার নির্ভরতায় খুব কম পরিমানে হলেও চাপটা কিছুটা কমেছে। তারা বলছেন, এ ব্যবস্থা কিছুটা হলেও তাদের জন্য ডলারের একটা বিকল্প তৈরি হয়েছে। তবে এর পুরো সুুধিা নিতে ভারতে রপ্তানি আরও বাড়াতে হবে বলছেন তারা। এই মূহুর্তে বাংলাদেশের দুইটি প্রতিষ্ঠান ভারতের সাথে রপ্তানির ক্ষেত্রে রুপিতে বাণিজ্য করছে - প্রাণ গ্রুপ এবং ওয়ালটন গ্রুপ। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানেরই পণ্যের ভালো চাহিদা রয়েছে ভারতের বাজারে। এর মধ্যে প্রাণ মূলত তাদের ফুড আইটেম ভারতে রপ্তানি করে, প্রতিষ্ঠানটির পণ্য ভারতের ২৮টি রাজ্যে গেলেও, প্রাণের উৎপাদিত পণ্যের বড় বাজার দেশটির সেভেন-সিস্টার নামে পরিচিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে। আর ভারত থেকে প্রাণ প্লাস্টিক প্যাকেজিংয়ের কাঁচামাল আমদানি করে।

প্রাণ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইলিয়াস মৃধা বলেছেন, আমরা ভারতে নিয়মিত পণ্য রপ্তানি করি, এবার আমরা রুপিতে পেমেন্ট পেলাম। সেটা দিয়ে আবার এলসি কিনে আমদানিও করলাম। অন্যদিকে, সম্প্রতি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের মাধ্যমে রুপিতে ভারতের সাথে বাণিজ্য করেছে ওয়ালটন।

এই প্রতিষ্ঠানটি মূলত পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় রেফ্রিজারেটর এবং নানা ধরণের বৈদ্যুতিক পাখা বা ফ্যান রপ্তানি করে। গত বছর মানে ২০২২-২৩ অর্থবছরে তিন লাখ রেফ্রিজারেটর ভারতে রপ্তানি করেছে ওয়ালটন।

এছাড়া ভারত থেকে বিভিন্ন পন্যের কাঁচামাল আমদানি করে তারা।

ওয়ালটনের রেফ্রিজারেটর বিভাগের প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা তোফায়েল আহমেদ বিবিসিকে বলেছেন, শুরুতে একটু বেগ পেতে হলেও তিনি মনে করেন সময়ের সাথে এই পদ্ধতি আরও সহজ হয়ে উঠবে।

নতুন প্রসেস, তাই শুরুটা সহজ ছিল না। আমাদের প্রায় এক থেকে দেড় মাস গিয়েছে, দুই দেশেই অনেক অনুমতির ব্যাপার ছিল। তবে এখন হয়তো আর এত সময় লাগবে না।

প্রথমবারের মতো রুপিতে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রাণ গ্রুপ ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড-ইবিএলের মাধ্যমে লেনদেন করেছে। ইবিএলের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদ শাহীন নতুন ব্যবস্থাকে একটি ‘ব্রেকথ্রু’ বলে বর্ণনা করে বলছেন, খুব সামান্য পরিমাণ হলেও এটা ডলার থেকে বের হওয়ার একটা সুযোগ।

তিনি বিবিসিকে বলেছেন, আমাদের ৯৮ শতাংশের উপরে লেনদেন হয় ডলারে। এখন পরিবর্তিত বৈশ্বিক অবস্থায় এটার একটা বিকল্প দরকার। আবার হঠাৎ করে ডলার থেকে সরা যাবে না। সেক্ষেত্রে এটা (রুপিতে লেনদেন) একটা উইন্ডো ওপেন হল বলতে পারেন।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ঘিরে বিশ্বব্যাপী নানা নিষেধাজ্ঞার কারণে অনেক দেশেই নিজস্ব মুদ্রায় লেনদেনের দিকে ঝুঁকেছে।

এই মূহুর্তে ভারত ২২টি দেশের সাথে রুপিতে লেনদেনের জন্য ভস্ত্রো অ্যাকাউন্ট খুলেছে, যার সর্বশেষটি হল বাংলাদেশ।

ভস্ত্রো অ্যাকাউন্ট হল দেশের ব্যাংকে অন্য আরেকটি দেশের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, যাতে স্থানীয় মুদ্রায় লেনদেন করা যায়, ডলারে রুপান্তর করতে হয় না। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক বিবিসিকে বলেছেন, প্রথমে দুটি, পরে বাংলাদেশের আরো দুটি ব্যাংকে ভারতের ব্যাংক ভস্ত্রো অ্যাকাউন্ট খোলে। এবং আরও বেশকটি ব্যাংক এক্ষেত্রে পাইপলাইনে আছে। আমাদের মাত্র এটা শুরু। এখন এক্সপোর্টার-ইমপোর্টার দুই পক্ষরই এতে অভ্যস্ততার বিষয় আছে। একটা সময় আসবে যখন মানুষ এরকম লেনদেনে আরও আগ্রহী হবে। শুরুতে দুই দেশই এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে নানা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পার করেছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা ব্যাংকার এবং ব্যবসায়ী উভয় পক্ষ। প্রাণ গ্রুপের অন্যতম শীর্ষ কর্তা ইলিয়াস মৃধা বলছিলেন, অনেক ব্যাংক ডলার ক্রাইসিসের কারণে এলসি দিতে দেরি করছে। কিন্তু যখন বলছি রুপিতে করবো তখন এলসি দ্রুত খুলে দিচ্ছে। আমি মনে করি ডলারের চাপ কমাতে এটা উপকার হবে। রুপিতে লেনদেনের তাই বড় সুবিধা হল ডলারের বিকল্প একটা মুদ্রা হাতে থাকা। এছাড়া এটি মুদ্রা পরিবর্তনের একটি ধাপ কমিয়ে দিচ্ছে। এতদিন ব্যবসায়ীদের টাকা থেকে ডলার করে, তারপর সেটা ভারতে আবার রুপিতে পরিবর্তন করতে হত।

কিন্তু এখন এটা টাকা থেকে সরাসরি টাকাতে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে একটা এক্সচেঞ্জ রেট কমে গেল। যা আগের থেকে কিছুটা লাভজনক বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। তবে যারা ভারতের সাথে আমদানি-রপ্তানি করে থাকেন, তারা এর সুবিধাটা সবচেয়ে বেশি পাবেন বলে মনে করেন ওয়ালটনের কর্মকর্তা মি. তোফায়েল।

ওয়ালটন রেফ্রিজারেটরের প্রধান এই বাণিজ্যিক কর্মকর্তা বলছেন, আমরা বড় অঙ্কের কাঁচামাল ভারত থেকে নিয়ে আসি। সেখানে ডলারে পেমেন্ট করা লাগতো। কিন্তু এখন রপ্তানি থেকে যে রুপিটা পেলাম সেটা দিয়েই আমরা পেমেন্ট করছি। কারেন্সি পরিবর্তনের দরকার পড়ছে না। ইবিএল ব্যাংকের কর্মকর্তা আহমেদ শাহীন অবশ্য বলেন্ন, যে কোন রপ্তানি বা আমদানিকারকই রুপিতে লেনদেনের সুবিধা নিতে পারবেন চাইলে।

দেখুন ব্যাংক তো হোলসেলার, এখন আপনি কিছু এক্সপোর্ট করবেন, আপনার প্রাপ্ত রুপিটা দিয়ে আমি আরেকটা ইমপোর্ট সেটেল করবো, আর আপনি ব্যাংক থেকে রুপির সমপরিমাণ টাকা উঠিয়ে নেবেন।

ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি হল প্রায় সাত গুণ আর এটাই দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে রুপিতে লেনদেনের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ বলছে বাংলাদেশের ব্যাংক ও ব্যবসায়ীরা। হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশ যে দুইশো কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করছে, সেই সমপরিমাণ রুপি তারা আমদানির ক্ষেত্রে পরিশোধ করতে পারছে। কিন্তু বাকি যে আরও ১২০০ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করতে হয় সেটা পরিশোধ করতে হচ্ছে ডলারেই। অন্য কোথাও থেকে রুপি কিনে এই লেনদেনের সুযোগ নেই। আমাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য এখন দুই বিলিয়ন। এর বাইরে রপ্তানি হচ্ছে না, বলেন ইবিএলের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদ শাহীন। তবে রপ্তানি বাড়লেও চ্যালেঞ্জ থেকে যাবে বলে তিনি মনে করেন। আমাদের প্রচুর রপ্তানি হয় গার্মেন্টস শিল্পে। সেক্ষেত্রে ওই একই এক্সপোর্টারের আবার সাথে ইমপোর্টও থাকে, আর সেই কাঁচামাল আমদানির এলসি হয় ডলার নির্ভর। সেটা আবার রুপিতে পেলে তার এক্সচেঞ্জ (বিনিময়) ঝুঁকি থেকে যায়, ডলারের মূল্যের সাথে তার বেশি রুপি যেতে পারে সেটেলমেন্টে। অবশ্য ধীরে ধীরে পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে বলে মত তার। তবে এক্ষেত্রে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর কোন বিকল্প দেখছে না ব্যবসায়ীরা। আরও বেশি করে রপ্তানিতে নজর দেয়ার কথা বলছে ওয়ালটন এবং প্রাণ - দুই প্রতিষ্ঠানই।